
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

<https://books.google.com>



A TREATISE
ON THE
LORD'S SUPPER,

WITH
Devotional Reflections.

পুতুর ভোজন বিষয়ক পুস্তক,

এবং

তাহাহইতে উৎপন্ন ফল

Calcutta :

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS,
For the Calcutta Christian Tract and Book Society.
1842.

A.O. 287#

2540

Treatise

A TREATISE

ON THE

LORD'S SUPPER,

WITH

Devotional Reflections.



পুতুর ভোজন বিষয়ক পুসক,

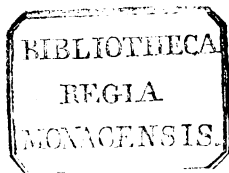
এবং

তাহাহইতে উৎপন্ন ফল।

Calcutta :

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS,
For the Calcutta Christian Tract and Book Society.

1842.



পুভুর ভোজনের পুসত্র।



১ পুথম অধ্যায়।

পুভু নিরূপিত ভোজনের নির্ণয়।

পুভু যীশু খ্রীষ্ট আপন মণ্ডলীর নিমিত্তে পুভুর ভোজন বিখ্যাত যে এক চিরস্থায়ী নিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ বিস্তার করি, আপনারা মনোযোগ করুন।

সেই নিয়মের পালন এই রূপে হয়। খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলীতে অধ্যক্ষ রুটী ভাজিয়া ও দুগ্ধারস ঢালিয়া পুভুর মরণযন্ত্রণা স্মরণার্থে মণ্ডলীস্থ লোকদিগকে পরিবেশন পূর্ষক একত্র ভক্ষণ করায়। ইহাতে যে সকল ক্রিয়া, তাহা দৃষ্টান্তের স্থল হইয়াছে; কারণ সেই রুটী ও দুগ্ধারস পুভু যীশু খ্রীষ্টের শরীর ও রক্তকে বুঝায়। এই উভয়েরি বিষয় বলিতেছি।

পুথমে, সেই রুটীতে ও খ্রীষ্টের ভগ্ন শরীরেতে বড় তুলনা আছে; কারণ যেমন সামান্য রুটী আমাদের প্রাণকে স্বাভাবিক পুষ্ট ও রক্ষা করে, তেমনি পুভু যীশু খ্রীষ্টের ভগ্ন শরীররূপ যে রুটী, সে আমাদের আত্মাকে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত প্রতিপালন করিয়া রক্ষা করে। দেখ, খ্রীষ্ট আপনি আপন শিষ্যদিগকে বলিলেন, আমার

মাংস পুকৃত খাদ্য; অতএব যাহারা ধর্মের নিমিত্তে ক্ষুধিত হয়, তাহারা তাঁহার কাছে গেলে পারমার্থিক আহারেতে পরিতপ্ত হয়, কেননা যে ভক্ষ্য স্বর্গহইতে আসিয়াছে, সেই জীবনরূপ ভক্ষ্য তিনিই। এই ভক্ষ্য যে জন খায়, সে নিত্যজীবী হইবে।

এই ক্ষণে সে রুটী কি পুকারে পুস্তত হইল, তাহা সংক্ষেপে বলি, শুন। তাহাতে তাহার পুস্তত করণেরও সামান্য রুটী পুস্তত করণের যে তুলনা তাহা জানিবা। দেখ, যেমন গোম রুটী পূর্বে পেষণ করিয়া অগ্নিদ্বারা পক্ক হয়, সেই মত আমাদের পাপরূপ জাঁতাতে পুডু যীশু খ্রীষ্টের শরীর বিস্তর ক্লেশ ভোগ পূর্বেক চূর্ণায়মান হইয়া এবং আমাদের পাপের নিমিত্তে ইশ্বরের কোপানলে দগ্ধ হইয়া জীবনের রুটী হইল।

আরও দেখ, পুডু যীশু খ্রীষ্টের ভগ্ন শরীরের সহিত রুটীর একটা দৃষ্টান্ত এই, যে যেমন সামান্য রুটী এক পুকার সাধারণ আহার, অর্থাৎ সকল দেশীয় লোকের আহার, তেমনি পুডুর ভগ্ন শরীরস্বরূপ যে রুটী, সেও সকলের আহারস্বরূপ; কেননা তিনি আপনি বলিলেন, যে রুটী আমি জগতের জীবনের নিমিত্তে দিব, সে আমার মাংস। যেমত সামান্য পুণ রক্ষার্থে আহারের আবশ্যক রাখে, সেই মত পরিত্রাণ পাওনার্থে খ্রীষ্টের পুয়োজন আছে; কেননা তাঁহা ব্যতিরেকে আমরা সকলে মরি ও স্বর্গচ্যুত হই। এই পর্য্যন্ত রুটী ভাঙ্গনের বিষয় কথা গেল; পরে দুষ্কারসের বিষয় কিছু কহিতেছি।

সেই দুাক্কারস খ্রীষ্টের রক্তের দৃষ্টান্ত মাত্র। যেমন কোন যন্ত্রের দ্বারা দুাক্কাফলহইতে রস নির্গত হয়, তেমনি আমাদের পাপের নিমিত্তে ঈশ্বরের ক্রোধরূপ কলদ্বারা পুড়ুর শরীরহইতে রক্ত নির্গত হইল।

দেখ, যেমন দুাক্কারস ঔষধরূপ হইয়া শরীরকে সুস্থ ও সবল করে, তেমনি পুড়ুর শরীরের যে রক্ত, সেও পারমার্থিক ঔষধ হইয়া বিশ্বাসি লোকদিগকে সকল পাপরূপ রোগহইতে মুক্ত করিয়া আত্মাদিত ও সবল করে। এই অভিপ্রায়ে পুড়ু আপনি কহিয়াছেন, আমার মামন পুকৃত খাদ্য ও আমার রক্ত পুকৃত পেয়। অতএব হে ভ্রাতা সকল, মন দিয়া শুন, পুড়ুর ভোজনে দুাক্কারসের ও রক্তের যে ভোগ তাহা পারমার্থিক ভাব জানায়, এবং তাহার স্থূলার্থও এই, যেমন আহাৰেতে প্রাণ রক্ষা পায়, তেমনি বিশ্বাসদ্বারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করাতে নরকহইতে আত্মা উদ্ধারিত হইয়া অনন্ত জীবন পায়।

সেই নিয়ম পুড়ুর ভোজন নামে খ্যাত হয়, কেননা তিনি তাহার নিয়মকর্তা। যিনি রাজাদের রাজা ও পুড়ুদের পুড়ু, ও যাহার নাম আশ্চর্য্য মন্ত্রী, এমন যে পুড়ু যীশু খ্রীষ্ট, তিনি মণ্ডলীর মধ্যে এই বিশেষ নিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন। ধর্মশাস্ত্রে লেখে, যে রাত্রিতে খ্রীষ্ট পরহস্তগত হইলেন, সেই রাত্রিতে অন্ধকারের রাজা যে শয়তান তাহার উদ্ধানিতে ও ঈর্ষ্যাতে যিহূদীয়েরা মত্ত হইয়া চোর ধরিবার ন্যায় লাঠি ও বর্শা ও খড়্গ লইয়া খ্রীষ্টকে ক্রুশে হত করিতে বাহিরে আইল। তাহার

এই আশ্চর্য্য দুর্দশার কিঞ্চিৎ কাল পূর্বে তিনি নিস্তার পর্ষ নামে বিখ্যাত যিহুদী লোকদের এক বিশেষ পর্ষ আপন শিষ্যদের সঙ্গে সমাপ্ত করিয়া, রুটী ও দুগ্ধারস লইয়া বিভাগ করিয়া সেই মণ্ডলীস্থিত সকল লোকদিগকে দিলেন, ও আপনার অপূর্ষ প্রেম স্বরণার্থে খাইতে ও পান করিতে আজ্ঞা করিলেন। “পরে তাহাদের ভোজনের সময়ে যীশু রুটী লইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ পূর্ষক ভাঙ্গিয়া শিষ্যদিগকে দিয়া কহিলেন, এই আমার শরীর স্বরূপ, ইহা লইয়া ভোজন কর। পরে তিনি বাটী লইয়া ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিয়া তাহাদিগকে দিয়া কহিলেন, তোমরা সকলেই ইহাতে পান কর; কারণ অনেকের পাপ ক্ষমার নিমিত্তে পাতিত যে আমার নূতন নিয়মরূপ রক্ত সে এই *।” তবে দেখ, তাহাকেই উচিত রূপে প্রভুর ভোজন কহা যায়, কারণ তিনিই সকল পুস্তত করিলেন; এবং পারমার্থিক জীবনের যে রুটী সেই ভোজে খাওয়া যায় তাহাও তিনি; তিনি সেই ভোজের কর্তা হইয়া নিমন্ত্রিতদিগকে অভ্যর্থনা করান, এবং আপনি চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য হইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনাপূর্ষক আহ্লাদিত করেন।

ঐ নিয়ম চিরস্থায়ী। প্রথমে প্রভুকর্তৃক কৃত হইয়াছিল, পশ্চাৎ তাঁহার স্বর্গরোহণের পূর্বে তিনি প্রেরিত লোকদের ও মণ্ডলীর অধ্যক্ষদের পুতি এই নিয়ম জগতের শেষ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে পালন করিতে

* মথি ২৬; ২৬-২৮ ।

দৃঢ় রূপে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। অতএব যখন পৌল প্রেরিত করিহু নগরে স্থাপিত মণ্ডলীর লোকের প্রতি পত্র পাঠাইলেন, তখন প্রভুর ভোজন নিয়মের বিষয়ে এই মত লিখিলেন, যথা,

আমি প্রভুহইতে প্রাপ্ত যে উপদেশ তোমাদিগকে দিয়াছি, তাহা এই। পরহস্তগত হওনের রাত্রিতে প্রভু যীশু রুটী লইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া কহিলেন, ইহা লইয়া ভোজন কর, তোমাদের নিমিত্তে আমার ভগ্ন শরীরস্বরূপ এই রুটী, আমাকে স্মরণ জন্যে ইহা ভোজন কর। এবং রাত্রিভোজনের পর তেমনি পানপাত্র লইয়া করিলেন, 'আমার রক্তের দ্বারা স্থিরীকৃত নূতন নিয়মস্বরূপ এই পাত্র; তোমরা যত বার পান কর, তত বার আমার স্মরণের জন্যে করিও। যত বার তোমরা এ রুটী ভোজন কর এবং এই পাত্রে পান কর, তত বার প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত তোমরা তাঁহার মৃত্যু প্রকাশ করিতেছ *।

তবে বুঝিয়া দেখ, যখন খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা প্রভুর ভোজন করে, তখন তাহারা লোকদিগকে কি দেখায়? না তাহারা যে অন্য সকল উপায় ছাড়িয়া খ্রীষ্টের মরণেতে পরিভ্রাণের সকল ভারসা রাখে, ইহা দেখায়।

আর তাহারা খ্রীষ্টকে আপন প্রভু করিতে স্বীকার করে, এবং আপনাদিগকে বিশ্বস্ত ও আজীবন দাসরূপে জীবন পর্য্যন্ত তাঁহার হস্তে সমর্পণ করে; অতএব হে

* করিন্থীয় ১১; ২৩।

ছাভারা, বুকিয়া দেখ, পুতুর ভোজন করা কি? না খ্রীষ্টের কাছে তাঁহার বশীভূত হওনের দিব্য করা। যেমন রোমীয় সৈন্যেরা আপনাদের সেনাপতির কাছে বিশ্বস্ত হইবার নিমিত্তে দিব্য করিত, যে আমরা প্রাণপণ করিয়াও তোমার বশীভূত থাকিব; তদনুসারে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা পাপ ও শয়তানাদি খ্রীষ্টের যত শত্রু, তাহাদের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিতে, এবং তাঁহার পক্ষে নিরন্তর থাকিতে স্বীকার করে। তবে দেখ, যাহারা খ্রীষ্টীয়ান নাম সত্যরূপে ধরে, তাহারা এই নিয়ম ভাঙিতে বড় ভীত হয়; কেননা সামান্য মিথ্যা দিব্য করা যে সেও ভয়ঙ্কর, কিন্তু যাহারা খ্রীষ্টের মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিতে ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়াছে, তাহারা পরমবুদ্ধের নিকটে যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত দাস থাকিতে স্বীকার করিয়াছে। অতএব তাহাদের মধ্যে যাহারা অযোগ্য রূপে অর্থাৎ কাল্পনিক হইয়া পুতুর ভোজন করে, তাহারা আপনারা আপনাদের দণ্ডার্থে ভোজন করে।

প্ৰার্থনা।

হে দয়াময় পরমেশ্বর, তুমি আপন আশিষিত লোকদিগকে সুউপদেশ ও সান্ত্বনা দিবার জন্যে মণ্ডলীর মধ্যে যে নিয়ম করিয়াছ, তন্নিমিত্তে স্তব স্তুতি পূর্ষক তোমার ধর্ম্মনামের ধন্যবাদ হউক। আমরা সকলে তোমার বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞান ছিলাম, এবং পাপ ও শয়তানের বশীভূত হইয়া অন্যদের মত দণ্ডকোপের সন্তান ছি

নাম, এবং পাপেতে ও অপরাধেতে মৃত ছিলাম। কিন্তু তুমি দয়ানিধি অনুগৃহের দ্বারা এই দুর্দশাইতে আপন লোকদিগকে বাঁচাইয়াছ, এবং যীশু খ্রীষ্টের সহিত এক স্বর্গীয় স্থানে বসতি করাইয়াছ। দীন হীন নিষ্ঠুর পাপকারী যে আমরা, আমাদিগকে পরিজ্ঞান করিতে আপন অদ্বিতীয় পুত্রকে জগতে পাঠাইয়াছ, এই হেতুক আমরা সর্বান্তঃকরণের সহিত তোমাকে ভজনা করি। তোমার এই আশ্চর্য্য পরিজ্ঞান বিষয়ক অমৃত কথা শুনিবার পূর্বে আমরা সকলেই শারীরিক কাম ক্রোধ ইত্যাদি পাপেতে আশ্রিত হইয়া খ্রীষ্ট রহিত, ও স্বর্গরাজ্যের মণ্ডলীহইতে পরদেশী, ও তোমার নিয়মের বহির্ভূত, ভরসা হীন, এবং ঈশ্বর বর্জিত ছিলাম; কিন্তু ধন্য তোমার নাম, পূর্বে দূরবর্তী ছিলাম যে আমরা, আমাদিগকে তুমি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মরণদ্বারা আপনার নিকট আনিয়াছ।

এবং আমাদের বিশেষ আনন্দের কারণ এই যে খ্রীষ্ট আমাদিগকে এত প্রেম করিলেন, যে তিনি স্বর্গীয় সুখ ছাড়িয়া গাপি লোকের জন্যে এই কুৎসিত জগতে আসিয়া বলিরূপ হইয়া আপন প্রাণ দিলেন, এবং আমাদের জীবনের রুচী হওনার্থে ঈশ্বরের ক্রোধরূপ কলেতে আপনার শরীর চূর্ণায়মান হইতে দিলেন। এ কি আশ্চর্য্য প্রেম! হে ধন্য যীশু, আমাদের প্রতি কৃপাবলোকন কর, পাপের মার্জনার নিমিত্তে যেন আমরা শীঘ্র তোমার আশ্রিত হই। যাহাতে সকল পাপ ও অপবিত্রতা নষ্ট হয়,

এমন এক উনুইস্বরূপ তোমার বহুমূল্য রক্ত হইয়াছে। ও হে দয়ালু জ্ঞানকর্তা, আমাদের আত্মার মালিন্য এই নির্মল ইনুইতে ধুইয়া ফেল, তাহাতে আমরা বরফহইতে শুক্লবর্ণ হইব। ওহে দয়ালু প্রভো, আমাদের জন্যে তোমার শরীর যে ভগ্ন ও বিদ্ধ হইল, তাহা আমাদেরিগকে খেদ পূর্ষক স্মরণ করিতে দেও। ও হে ধন্য যীশু, সকল পাপ-হইতে আমাদেরিগকে উদ্ধার কর, তোমার অধিকার আমাদেরি অন্তঃকরণের মধ্যে স্থাপন কর। আমাদেরি তাবৎ চিন্তা ও কথা ও ক্রিয়া সর্বদা তোমার বশ হইয়া থাকুক, তাহাতে আমরা অবশেষে স্বর্গে বাস করিবার জন্যে প্রস্তুত হইতে পারিব।

হে স্বর্গস্থ পিতঃ, আমাদেরিগকে ছাড়িও না, কিন্তু প্রবোধকর্তা পবিত্র আত্মাকে আমাদেরি নিকটে নিরবধি থাকিতে পাঠাইয়া দেও। ওহে ধন্য পরমাত্মা, আমাদেরিগেতে নির্মলান্তঃকরণ সৃষ্টি কর, ও শুদ্ধাত্মা আমাদেরি মধ্যে রাখ। ওহে পরমেশ্বর, খ্রীষ্টের প্রতি আমাদেরি প্রত্যয় বাড়াইয়া দেও; যে প্রেম পূর্ষক তাঁহার মরণ হইল, সে যেন আমাদেরি অন্তঃকরণে সদা সর্ষকণ থাকে। এই সকল বর আমাদেরি জ্ঞানকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে যাচুকা করি। আমেন।



দ্বিতীয় অধ্যায়।

পুতুর ভোজন রূপ নিয়মের অভিশ্রায়।

সে ভোজনের নিয়ম প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মরণযজ্ঞের স্মর-

ণার্ধে আমাদের পরিত্রাণের নিমিত্তে নিরুপিত হইয়াছিল। ইহাতে আমরা বিশ্বাস দ্বারা উদ্ধেতে টাঙ্গান ও রক্তপাত যুক্ত পুত্ৰ যীশু খ্রীষ্টকে দেখিতে পাই, কারণ ধর্মশাস্ত্রে লেখে যে সেই ক্রিয়ার দ্বারা পুত্ৰ খ্রীষ্ট ক্রুশেতে লুপ্ত হইয়া পাপের নিমিত্তে মরণাপন্নের ন্যায় আমাদের মধ্যে ব্যক্ত রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই নিয়ম পালন করিতে অতি মহাপ্রায়শ্চিত্তকারী যে পুত্ৰ যীশু খ্রীষ্ট, তিনি যে নিতান্ত হত হইলেন, এমন বোধ হয়; এবং ভয় রুটী যে সে কোড়া মারাতে ও লোক সমূহের নির্দয় ব্যবহারেতে ক্রত বিক্রত ও উবড় খাবড়া, এবং কাঁটা ও পোক ও বর্শাতে বিদ্ধ তাহার শরীরকে দেখায়। তবে আইস, তাঁহার উপরে যে সকল বহুবিধ বিড়ম্বনা একত্র হইয়া আসিয়াছে, তাহা আমরা দেখি; এবং তন্নিমিত্তে তাঁহার অসংখ্য মনের বেদনা স্মরণ করি। হে ভাই সকল, তাঁহার পশ্চাত্তামী যে তোমরা, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, যে তাঁহার দুঃখের তুল্য আর কি দুঃখ আছে? সিপাহি বর্শা দিয়া তাঁহার যে বহু-স্থল বিধিয়াছে, এবং সেই স্থানহইতে যে বহুমূল্য রক্তের ধারা বহিতেছে, তাহা দেখ। তাঁহার এই অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু পুত্ৰের ভোজনেতে স্মরণ করা উচিত, কেননা সেই মৃত্যু আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওনার্থে হইয়াছিল; কিন্তু বিশেষ রূপে তাঁহাকে স্মরণ করিতে হইবে, যে তিনি আমাদের পাপরূপ ভার আপনি বহন করিয়া মরণের দ্বারা তাহা দূর করিলেন।

শাস্ত্রে বলে, যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্তে তাঁহার প্রাণ বলির ন্যায় উৎসৃষ্ট হইল। তিনি নিষ্কাপী হইয়া আমাদের কারণ পাপী রূপে গণিত হইলেন, অতএব প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মরণের দ্বারা আমাদের পাপ বহিয়া লইয়া গিয়াছেন, সেই মত আমাদের গণিত হইতে দেখিতে হইবে। তবে বুঝিয়া দেখ, আপনার মরণ ও তৎসংযুক্ত তাবৎ মঙ্গল বিষয় জানাইবার জন্যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই নিয়ম নিরূপণ করিয়াছেন। অতএব আইস, আমরা মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার মৃত্যুর বিবেচনা করিয়া পরমেশ্বর যে ন্যায়কারী, ইহার পুমান উদ্দেশ্য পাইতে যত্ন করি।

তিনি উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ব্যতিরেক পাপি লোকদিগকে কদাচ মুক্ত করেন না, ইহা শাস্ত্রীয় এবং অন্য ২ অনেক স্মৃতি দৃষ্টান্তদ্বারা তিনি দেখাইয়া দেন। দেখ, ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করণেতে পাপ হয়; পাপ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে হওয়া পুয়ুক্ত অপরিমিত অপরাধ হইয়াছে; পরমেশ্বর ন্যায়বিচারকর্তা হইয়া আপনার স্বধর্ম্ম নিত্য রাখিবার নিমিত্তে অপরিমিত প্রায়শ্চিত্ত না পাইলে অপরিমিত পাপ মার্জনা করিতে পারেন না। অপরিমিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বর্গে কিম্বা পৃথিবীতে খ্রীষ্ট ব্যতিরেকে আর কাহাকেও পাওয়া যায় না। তিনিই শাস্ত্রে বলেন, “আমি দৃষ্টি করিলাম, কেহ উপকারী নাই;” অতএব যে সময়ে পরমেশ্বর ন্যায়বান পুয়ুক্ত পাপি লোকদের দণ্ড দিতে প্রস্তুত ছিলেন, এবং আপনার ন্যায় নিত্য রাখিবার

নিমিত্তে, পাপী যে আমরা আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত পুহার করিবার জন্যে হস্ত বিস্তার করিলেন, এবং শয়তান ঘোর নরকের মধ্যে আমাদেরকে ঠেলিয়া ফেলিবার নিমিত্তে উদ্যত ছিল, তৎকালে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট অসংখ্য পুণ্য পুয়ুক্ত করুণা করিয়া অপরাধির ও বিচার-কর্তার মধ্যে মধ্যস্থ হইয়া এই নিবেদন করিলেন, গর্ভ অর্থাৎ নরক কুণ্ডহইতে উহাদিগকে উদ্ধার করুন, আমি উহাদের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হইব। তাহাতে তিনি সেই আঘাত পাইয়া আপন শরীরে আমাদের পাপ ভোগ করিলেন, কারণ শাস্ত্রানুসারে পাপের নিমিত্তে মরণের আবশ্যিক ছিল।

১ অতএব সকলে নিকটে আসিয়া প্রভু যীশুর মরণেতে পরমেশ্বরের ন্যায়বিচারের প্রকাশ দেখুক। পাপ-রূপ শ্বণের পরিশোধ পরমেশ্বরের নিকটে করা আবশ্যিক ছিল, এবং যাঁহা ব্যতিরেকে তাহা হয় না, সেই তাঁহার অধিতীয় জাত পুত্র, তাহার পরিশোধ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। তন্নিমিত্তেই তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তেল্লিশ বৎসর পর্যন্ত দুঃখ শোক ক্লেশ ভয় তাড়না ইত্যাদি নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে প্রায়শ্চিত্তার্থে আপনার প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। পরমেশ্বর আমাদের অপরাধ তাঁহার উপর রাখিলেন, এবং যে ভার জগতের পাপি লোকদিগকে অনন্ত নরকে ডুবাইত, সেই ভার তিনি আপনি বিস্তর ক্লেশ ভোগপূর্বক বহিলেন। তবে দেখ দেখি পরমে-

ঈশ্বরের কেমন ন্যায় বিচার! অপরিমিত পাপের অপরিমিত পুণ্যশিষ্ট না হইলে তিনি কোন প্রকারে ক্ষমা করিবেন না। তাঁহার প্রিয় পুত্র আমাদের প্রতিশোধ হইলে তিনি তাঁহাকে রক্ষা না করিয়া আমাদের সকল পাপের ফল তাঁহাকে ভোগ করাইলেন। ওহে, যে ক্রোধের ভার পরমেশ্বরের অদ্বিতীয় জাত পুত্রকেও মৃত্যু পর্য্যন্ত নত করিল, তাহা আমরা কেমন করিয়া সহিতে পারিতাম?

২। তবে এইরূপে খ্রীষ্টের মরণে ঈশ্বরের যে কত প্রেম তাহা দেখ। তাঁহাতে বিমুগ্ধ যে আমরা, আমরাই তাঁহার রাজত্বের বিরুদ্ধে কর্ম করিয়া আজ্ঞা লঙ্ঘনরূপ পাপগুস্ত হইয়া তাঁহার নিতান্ত ক্রোধপাত্র হইলাম, তাহাতে তিনি ন্যায়ানুসারে আপনার ক্রোধ প্রযুক্ত পাপি লোকদিগকে অশেষ নরকের नीচে ফেলিতে পারিতেন। কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য! ঐ অনন্ত সর্দনাশ-হইতে উদ্ধারের নিমিত্তে তিনি একটি উপযুক্ত পুণ্যশিষ্ট যোগাইয়া দিয়াছেন। হে প্রিয় পাঠকেরা, এই আশ্চর্য্য কথা মন দিয়া শুন। ও অন্তঃকরণে তোলা পাড়া কর, কেননা “ঈশ্বর জগতের প্রতি এমন দয়া করিলেন, যে আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকেই প্রদান করিলেন*।” ঈশ্বর জগৎকে এই মত প্রেম করিলেন, সে কেমন? না তিনি স্বর্গের প্রধান দূতকে রক্তপাত করিয়া মরিতে পাঠাইলেন, তাহা নয়, কিন্তু আপন অদ্বিতীয় জাত পুত্রকে,

* যোহন ৩; ১৬।

“তাহাতে যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমাণু পাইবে *।” যে সময়ে ইব্রাহীম আপন পুত্ররূপ বলি ঈশ্বরকে দিতে প্রস্তুত ছিল, এমন সময়ে আকাশহইতে পরমেশ্বরের দূত তাহাকে কহিলেন, তুমি ঐ বালকের প্রতি কিছুই করিও না, কেননা ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভয় (ও প্রেম) আছে, ইহা এখন বুঝিলাম। তবে দেখ দেখি আমরা কত অধিক রূপে বলিতে পারি, যে পরমেশ্বর আমাদের প্রেম করেন! কেননা তিনি আমাদের মঙ্গলদায়ক বলিদানার্থে আপন প্রিয়তম পুত্রকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

৩। খ্রীষ্টের পেম কি পর্যন্ত, তাঁহার ক্লেশকর মরণেতেই তাহা বুঝিয়া দেখ; তাহা কি বুদ্ধির অগম্য নয়? এবং এই পেমের তুল্য বুদ্ধাণ্ডের মধ্যে কি আর পেম আছে? কুত্রাপিও নাই। শাস্ত্রে বলে, যে সে জানের অগম্য। খ্রীষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর হইলেও আমাদের জ্ঞানার্থে “আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া মনুষ্য বেশ ধারণ করিয়া দাস রূপী হইলেন †। এ কেমন আশ্চর্য! সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা আপনার স্বর্গীয় তেজোময় সিংহাসন ছাড়িয়া অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যদের মধ্যে বাস করিলেন। খ্রীষ্টকর্তৃক আমাদের যে জ্ঞানের উপায় তাহা স্বর্গদূতেরা দেখিতে চমৎকৃত হইল। তাহারা যদি তাহা দেখিয়া আশ্চর্যে মগ্ন হইল, তবে আমাদের কত আশ্চর্য জান করা

* যোহন ৩; ১৬।

† জিল ২; ৭।

উচিত! কেননা তিনি দূতদিগকে জ্ঞান করণার্থে না আসিয়া আমাদিগকে জ্ঞান করিতে আসিয়াছেন।

আরও দেখ; যে কালে তিনি আমাদের জন্যে মরিলেন, সে কালের বিষয়ে বিবেচনা করিলে তাঁহার পেমের বাহুল্য জানা যায়; কেননা যে সময়ে তিনি এত অনুগৃহ করিয়াছেন, তৎকালে আমরা পেমকারী ও বিশ্বস্ত এবং সম্পূর্ণ রূপে আজ্ঞাবহ ছিলাম, তাহা নয়; বরঞ্চ যখন আমরা কুকার্য্য করাতে শয়তানের ও কামাদির দাস এবং ঈশ্বরের পুধান শত্রু ও শক্তিহীন ছিলাম, তখন তিনি অনুগৃহ প্রকাশ করিলেন। দেখ, পরমেশ্বরের পুতি আমাদের পেমের লেশও ছিল না, আর তাঁহার অনুগৃহ পাইতে শক্তিও নাই, এবং ইচ্ছাও নাই; এই মত দীনহীন যে আমরা, আমাদিগকে অনন্ত বিপদহইতে উদ্ধার করিতে তিনি আপনি মরিলেন। আমরা পাপেতে হারাণ গিয়াছিলাম, এবং আমাদের ইহকালে দুঃখ ও পরকালে অশেষ বিড়ম্বনার অধিকার ছিল। আমাদের পুতি তাঁহার পেম থাকা প্রযুক্ত তিনি স্বর্গহইতে নামিলেন, এবং তিনি সেই পেমপ্রযুক্ত আমাদের পুতিনিধি হইয়া এত দুঃখ সহিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং তিনি শাস্তি পাইবার জন্যে আমাদের প্রাণের পরিবর্তে আপনার প্রাণ দান করিলেন। ঈশ্বরের ক্রোধেতে পূর্ণ যে বাটী আমাদের পানযোগ্য ছিল, তাহা সমস্ত তিনি আপনি পান করিলেন, তাহাতে পরিজ্ঞান রূপ বাটী আমাদিগকে দত্ত হইল। এমন পেমকারি জ্ঞানকর্তাকে বেন আমরা

কখনো বিস্মৃত না হই, কেননা আমরা ঈশ্বরের ক্রোধ-
রূপ পাত্র এবং নারকী ও শয়তানের দাস, কিন্তু ঐ
পরমবন্ধু আমাদিগকে এই দুর্দশাহইতে রক্ষা করিয়া
ঈশ্বরের পোষ্যপুত্রের উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন।

আইন, ভাই, খ্রীষ্টের মরণেতে মনোযোগ করিয়া
পাপের দুষ্কতা কিপর্য্যন্ত তাহা দেখি। পাপি লোকের
পুষ্টি যে সকল বিপদ ঘটে, সেই সকলেতে পাপের
নষ্টতা দেখা যায়; কিন্তু খ্রীষ্টের মরণেতে বিবেচনা
করিলে সে সকল নষ্টতাকে অতি তুচ্ছ বিষয় বোধ
হয়; কেননা খ্রীষ্টের মরণে তাহা অধিক রূপে দেখা
যায়। নোহ ও তাঁহার পরিজন ব্যতিরেকে পরমেশ্বর
জগতিস্থ তাবৎ লোকদিগকে পাপ প্রযুক্ত জলপ্লাবন
দ্বারা নষ্ট করিলেন; আর সিদোমাদি সহরস্থ পাপি
লোকদিগকে স্বর্গহইতে সগন্ধক অগ্নি বৃষ্টিদ্বারা নিপাত
করিলেন; আরও পাপ প্রযুক্ত পরমেশ্বর জগতে লোক-
দিগকে বহুবিধ বিড়ম্বনা দিয়াছেন বটে। ইহাতে পাপের
যে সকল নষ্টতা বোধ হয়, তাহাহইতে খ্রীষ্টের আর্ন্ত-
স্বরেতে ও নেত্রজলেতে প্রার্থনা কাকূতি মিনতিতে, এবং
তাঁহার মরণের যজ্ঞনাতে পাপের ঘোরতর ভয়ানক
দুষ্কতা স্পষ্ট রূপে দেখা যায়। যাহাতে আমরা পাপের
ভয়ানক আকার দেখিতে পাই, খ্রীষ্টের মরণযজ্ঞনা
এমন এক আয়না স্বরূপ হইয়াছে।

হায়! পাপের গুণ কত পর্য্যন্ত মন্দ, যে তাহার ভার
সহাতে ঈশ্বরের অদ্বিতীয় জাত পুত্রের মনেতে আশঙ্কা

ও ঘোর অন্ধকার, এবং অসংখ্য ব্যাধ এমন পীড়া হইয়াছিল, যে তাঁহার ধন্য শরীরহইতে ঘর্মের ন্যায় বড় ২ রক্তের ফোঁটা টস্‌টস্‌ করিয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিল, এবং পাপ প্রযুক্ত তিনি মরণাপন্নের ন্যায় অত্যন্ত বেদনাকুল হইলেন। পাপের নিমিত্তে তিনি অতিশয় বেদনাকুল হইয়া ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাও করিলেন, হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ কর? আরও পাপের জন্যে তিনি মাথা নোয়াইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তবে আইস ডাই, আমরা আপনাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তকারি পুত্রে যীশু খ্রীষ্টের পেমের পেমী হইয়া প্রত্যেক পাপের সঙ্গে প্রতি দিন যুদ্ধ করি।

অপর পুতুর ভোজনের যে নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, সে তাঁহার পুনরাগমনের স্মরণার্থক। যত বার সেই নিয়মের পালন হয়, তত বারই তাঁহার ঐ আগমনের পুকাশ হয়। আমাদের চর্মাচক্ষুর অদৃশ্য পরম বস্তু খ্রীষ্ট সেই নিয়ম তাঁহার স্মরণার্থক, আর তাঁহার দ্বিতীয় বার আগমনের নিশ্চয় অন্তঃকরণে রাখিবার জন্যে একটা নিদর্শন; তাহাতে খ্রীষ্টের পঞ্চাবলম্বিতা তাঁহার দ্বিতীয় বার আগমন পর্য্যন্ত নিয়মানুসারে তাঁহার মৃত্যু পুকাশ করে।

পুত্রে যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গে গিয়াছেন বটে, তথাপি তিনি আপন পুত্র পাত্রদিগকে আপনার সেই অতি উত্তম বাসস্থানে লইবার নিমিত্তে পুনর্বার এই জগতে আসিবেন, ইহা

তিনি আমাদের স্থানে পুতিজ্ঞা করিয়াছেন। তাঁহার এই জগৎ হইতে যাওয়ার কিঞ্চিৎ কাল পূর্বে তিনি আপনার দুঃখি শিষ্যদিগকে এই অমৃত কথা কহিলেন, ওহে তোমাদের জন্যে স্থান প্রস্তুত করিতে যাই। অতএব যত বার আমরা পুতুর ভোজনে ভগ্ন রুটি ও দুাকারস লই, তত বার আমাদের এই স্মরণ করা উচিত, যে আমরা অতি শীঘ্র নর অবতার যে পুতু যীশু খ্রীষ্ট তাঁহার চিহ্ন আকাশে দেখিতে পাইব; কেননা তিনি কোটি ২ বরণ অসংখ্য স্বর্গ দূতেতে বেষ্টিত হইয়া স্বপ-
 রাক্রমে মহাতেজে আকাশের মেঘে আরুঢ় হইয়া আসি-
 বেন। যখন তিনি পৃথিবীতে ছিলেন, তখন তিনি পুরু
 আর কাঁটাতে বিদ্ধ হইলেন, এবং বর্শাতে তাঁহার কুক্ৰি-
 দেশ ফোঁড়া গেল; কিন্তু পুনরাগমন সময়ে তিনি মধ্যাহ্ন-
 সূর্য্যের মত তেজোময় হইয়া আসিবেন। তাঁহার শত্রু
 সকল ত্রাসান্বিত হইয়া তাঁহাকে দেখিবে, কারণ তিনি
 আপনার মুখ হইতে ও তেজোময় শক্তি হইতে তাহা-
 দিগকে অনন্ত নাশের দণ্ডে মগ্ন করিতে প্রছলিত অগ্নিতে
 তাহাদের স্থানে প্রকাশিত হইবেন। তৎকালে তাঁহার
 আশ্রিত লোক সকলের বড় আশ্লাদ হইবে, কেননা
 তাহারা আপন পুতু ত্রাণকর্তাকে দেখিবে, এবং তিনি
 তাহাদের সহিত পুশংসিত ও মান্যমান হইতে তাহা-
 দিগকে দেখা দিবেন, এবং তাহারা তাঁহার তুল্যও অসীম
 মর্যাদা বিশিষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গে স্বর্গে যাইবে। অতএব
 এই বাক্যেতে আমরা পরম্পর সাস্থনা করি, এবং প্রচু

যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় বার আগমন নিত্য ২ অন্তঃকরণে স্থাপন করি।

প্রার্থনা।

হে ধার্মিক ও হে দয়ালু পুভো, আমাদের মানসনা-
 দায়ক যে নিয়ম তুমি পুকাশ করিয়াছ, সেই নিয়মের
 সকল ফল ভোগ করিবার জন্যে আমাদের অন্তঃকরণকে
 পুঙ্খত কর। আমরা এই অনুগ্রহ পাইবার যোগ্য
 নহি, ইহা আমরা স্বীকার করি, কেননা তোমার সকল
 পুকার দয়া ও অনুগ্রহ ইত্যাদি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আপন
 ইচ্ছানুসারে চলিয়াছি; কিন্তু এইরূপে আমরা পাপের
 জন্যে খেদ পূর্ষক তোমার নিকটে ফিরি। ও হে ঈশ্বর,
 দয়া করিয়া খ্রীষ্টের মরণ প্রযুক্ত আপনার অনুগ্রহেতে
 আমাদের গুহণ কর। ও হে করুণানিধে, খ্রীষ্টের
 মরণযজ্ঞা স্মরণ করিতে আমাদের অন্তঃকরণ দেও,
 কেননা তাহাতে আমাদের আত্মার ত্রাণ। হে ধন্য যীশু,
 তুমি জীবনের রুটীস্বরূপ, তাহা যে কেহ বিশ্বাসদ্বারা
 ভোজন করে, সে নিত্যজীবী হইবে। হে দয়াময় যীশু,
 বহুকাল পর্য্যন্ত আমরা জগতের ক্ষয়ণীয় বৃথা সুখ ভোগ
 করিয়াছি; কিন্তু এইরূপে আমরা যেন তোমার অনুগ্রহেতে
 সেই পারমার্থিক আহার ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই।
 ক্রুশেতে তোমার মরণে যে অসীম দয়া ও প্রেম পুকা-
 শিত হয়, হে যীশু, তাহা আমাদের কখনো ভুলিতে

দিও না। তুমি আমাদেরকে স্বর্গে উঠাইবার নিমিত্তে আপনি স্বর্গহইতে নামিতে এবং আমাদের অপরাধ বহিতে সম্মত হইয়াছ। ও হে প্রিয় জ্ঞানকর্তা, তোমাকে স্বরণ না করিয়া সৎসারের সুখাদিতে আসক্ত হওয়াতে যে পাপ, সে সকল দয়া করিয়া মার্জনা কর। হে পবিত্র আত্মা, পাপের নশ্বতা ও খ্রীষ্টের সৌন্দর্য্য দেখিতে আমাদের মনঃস্বরূপ চক্ষুঃ প্রকাশ কর তাহাতে আমরা পাপে ঘৃণা করিয়া খ্রীষ্টেতে প্ৰেম করিব; এবং খ্রীষ্টের উপদেশে, অনবরত থাকিব। এই বর তোমার কাছে তাঁহার নামে প্রার্থনা করি, আমেন।

৩ তৃতীয় অধ্যায়।

পুত্র ভোক্তার হল।

১। পরম্পর প্ৰেমকারি ভ্রাতৃবর্গের সঙ্ঘের ন্যায় হইয়াছে খ্রীষ্টীয়ানদের সঙ্ঘ; তাহারা সকলে স্বর্গাধিকারী, এবং এক সমান মঙ্গল প্ৰাপ্ত, কেননা তাহারা সকলে পুনর্জন্মদ্বারা ঈশ্বরকর্তৃক পোষ্যপুত্রত্ব পদ পাইয়াছে। এবং এই প্ৰেমরূপ মহোৎসবেতে তাহারা সকলে একত্র হইয়া বৈসে, এবং একই পারমার্থিক ভক্ষ্য সকলে খায়, একই পারমার্থিক পেয় সকলে পান করে। তাহারা এক রক্তেতে ক্রীত হইয়া এক অনুগ্ৰেহের অংশী হয়; তাহারা এক পথের পথিক, ও এক স্থানের যাত্রিক, এবং এক অধিকারের অধিকারী হয়। অপর তাহাদের এক আহ্বান, এক পুত্যয়, এক ভরসা, ও তাহারা

এক ধর্মের চিহ্নে অঙ্কিত হয়; অতএব যেমন এক ব্যক্তির পুত্রেরা ভিন্ন ২ দেশনিবাসী হইলেও সকলে তাহার উত্তরাধিকারী থাকে। তেমনই পুঙ্ক্ত খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা সমস্ত জগতের উপরে ভিন্ন ২ নিবাসী হইলেও খ্রীষ্টেতে এক থাকে। এবং এই ভাব ধর্মশাস্ত্রে স্পষ্ট রূপে দেখা যায় যথা, ইহাতে তোমরা যিহুদী হও, কি যুনানী হও, এবং মুক্ত হও কি বন্দী হও; আর স্ত্রী হও; কি পুরুষ হও; তোমাদের পরস্পর কোন বিশেষ নয়, যীশু খ্রীষ্টে আশ্রিত হওয়াতে তোমরা সকলে এক *।” এই সকল পুঙ্ক্তোক্ত কথা আলোচনা করিলে পুতুর ভোজনে ভ্রাতৃপ্রেমের অনেক প্রকার বৃদ্ধি হয়, কেননা তাহারা পারমার্থিক ভাবে সকলেই এক। এবং অতি অল্প কালের পরে ঐহিকের ভেদ সকল তাহাদের ঘুচিয়া স্বর্গের অনন্ত সুখেতে একত্র নিবাস হইবে।

২। ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের সহিত তাহাদের সঙ্গ। এই জন্যে পৌল্ বলিলেন, আমরা “যে আশীর্বাদরূপ পাত্রের ধন্যবাদ করিতেছি, তাহাতে কি আমরা খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগী নহি? এবং যে রুটী ভাঙিতেছি, তাহাতে কি আমরা খ্রীষ্টের শরীরের সহভাগী নহি?” *। পুতুর ভোজন করাতে স্নায়ুরূপে দৃশ্য হয়, যে পিতা পরমেশ্বর আর তাহার পুত্র তাহাদের সঙ্গে অদৃশ্য রূপে সেই স্থানে থাকিয়া এই অমৃত কথা বলেন, যে হে বন্ধুরা, তোমরা

* গল ৩; ২৮।

* ১ করিন্থ ১০; ১৬।

ভোজন কর; হে পিয়েরা, তোমরা পান কর। এই মধুর কথাতে তাহাদিগের অন্তঃকরণের দুর্ভাবনা সকল দূর হয়, আর তাহারা পুতোক জন আপনার জন্যে কহে, হে পরমেশ্বর, আমি তোমার দাস, আমি তোমার দাস, কেননা তুমি আমার বন্ধন মোচন করিয়াছ। এই রূপে দয়ালু ত্রাণকর্তা আপনার নিয়মরূপ ভোজনে পুর পাত্রদের অন্তঃকরণে সাস্তুনা দেন, কেননা তাহাতে তাহার মরণের এই সকল অমূল্য ফল তাহাদের জন্যে আছে, এইটিই তিনি বিশেষ রূপে জানান। সে ফল কি প্রকার, তাহা মনোযোগ করিয়া শুন।

(১) পাপের মার্জনা। এই হইয়াছে অমূল্য ফল, বরঞ্চ সকল হইতে সারাৎসার; কেননা সে ঈশ্বরের সহিত আমাদের মিলাইবার পথ খুলিয়া দেয়, এবং তাহাতে আমাদের আশীর্বাদ পাইবার উপায় হয়। দেখ, পাপ হইয়াছে আবর্তন রূপ দেয়াল, সে আমাদের ঈশ্বর-হইতে বিভিন্ন করিয়াছে, এবং সেই পাপ প্রযুক্ত সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের সকল মঙ্গলহইতে আমরা পৃথক ছিলাম। আর পাপরূপ বোঝা আমরা কখন মস্তকহইতে নামাইতে পারিতাম না; কিন্তু খ্রীষ্ট আসিয়া পাপের বোঝাহইতে আমাদের মুক্ত করিতে আপনার প্রাণ দিলেন। এই প্রকার তিনি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের পুতি বর্জিতবার নিমিত্তে পথ নির্মাণ করিলেন; কেননা এই রূপে আমরা যদি পাপের জন্যে খেদ করিয়া খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করি, তবে তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করিতে ও

তাবৎ অধর্মহইতে আমাদিগকে পরিষ্কার করিতে বিশ্বাসী
ন্যায়কারী হন।

ধর্মশাস্ত্রে স্নেহ রূপে উক্ত আছে, যে পুত্র যীশু খ্রীষ্টের
রক্তপাত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে; আরও তাঁহার
শ্রুতি এত পর্য্যন্ত, যে অতিপাতক মহাপাতকাদিও
কাটা যায়; কেননা শাস্ত্রে লিপি আছে, যে খ্রীষ্টের
মরণের দ্বারা মনুষ্যদের সকল প্রকার পাপ ও অপ-
রাধ ক্ষমা হইবে। অতএব খ্রীষ্টকে গৃহণ করাতে যে
কি পর্য্যন্ত মঙ্গল হয়, তাহা কি বলিব? দেখ, কাযিক ও
বাচনিক ও মানসিক ইত্যাদি যত প্রকার পাপ আছে,
সে সকল একেবারে মার্জনা হয়। পাপমার্জনাক্রমে যে
এই পরম রত্ন খ্রীষ্টের অমূল্য রক্ত দ্বারা ক্রীত
হইলেও আমাদের প্রতি বিনা মূল্যে দত্ত হয়; অতএব
পাপী দীনহীন যে আমরা, আইস, প্রেমপূর্ষক তাঁহার
প্রতি দৃষ্টিপাত করি। আমাদের পাপের বোঝা যত
ভারি হউক, তিনি আপনি তাহা নামাইবেন; আমাদের
আপদ্বিপদ যে প্রকার হউক, তিনি একেবারে তাহা দূর
করিতে পারেন; কেননা পাপেতে ভগ্নান্তঃকরণদিগকে
সান্ত্বনা দিতে, ও শয়তানের হস্তগত লোকদিগকে মুক্তি
দিতে, এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধদিগকে জ্ঞানরূপ চক্ষু দিতে,
ও মর্দিতদিগকে নিস্তার করিতে অভিষিক্ত হইয়া তিনি
এই জগতে প্রেরিত হইলেন। খ্রীষ্টেতে সত্য বিশ্বাসিরা
এই সমস্ত জ্ঞাত আছে, এবং এই সকলের নিমিত্তে
ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে আপনাদের আত্মাকে দায়ীদের

ন্যায় এই রূপে প্রবৃদ্ধি দেয়; “হে আমার মন পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর, এবং আমার অন্তরস্থ সকল, তাঁহার পবিত্র নামের ধন্যবাদ কর। হে আমার মন, পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর, ও তাহার কৃত সকল মঙ্গল বিস্মৃত হইও না। তিনি তোমার তাবৎ পাপ মার্জনা করেন, ও তোমার সকল রোগের শান্তি করেন। এবং মৃত্যুহইতে তোমার প্রাণকে উদ্ধার করিয়া অনুগ্রহ ও দয়ারূপ মুকুটেতে তোমাকে ভূষিত করেন *।”

(২) ঈশ্বরের পোষ্যপুত্রের পদ পাওয়া, ইহাও খ্রীষ্টের মরণের ফল, এবং প্রভুর ভোজনেতে ইহাও বিশেষ রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, যে আমরা তাঁহার সন্তান সন্ততি রূপে খ্যাত হই, এবং তিনি আপনাকে আমাদের পিতা করিয়া জানান; কেননা পূর্বে আমরা ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র হইয়া স্বর্গরাজ্যের বহির্ভূত ছিলাম, এইরূপে খ্রীষ্টের মরণদ্বারা আমরা তাঁহার নিকটে আনীত হইয়াছি, তাঁহার মরণ আমাদের পাপ দূর করে, কেবল তাহাও নয়, কিন্তু আমরা পূর্বে পাপেতে পতিত প্রযুক্ত যে ২ উত্তম পদ হারাইয়াছিলাম, তাহা খ্রীষ্টের আশ্রিত হওয়াতে তিনি পুনর্বার আমাদের পক্ষে সেই সকল পদস্থ করিবেন।

খ্রীষ্টের সত্য আশ্রিত প্রত্যেক লোককে ঈশ্বর আপনার প্রিয় সন্তান করিয়া বলেন, আর এই সান্ত্বনাজনক বাক্য বলেন, যে তোমাদের সকল ভার আমার উপরে

* দ্বাদশদের ১০৩ গীত ১-২-৩-৪ পদ,

রাখ, এবং ইহকালে ও পরকালেতে যাহা ২ তোমা-
 দেৱ প্রয়োজনীয়, তাহা আমার প্রতি নিবেদন করিলে
 তোমাদিগকে দত্ত হইবে। সিংহগণ খাদ্য না পাইয়া
 ক্ষুধিত হয়, কিন্তু খ্রীষ্টের নিতান্ত আশ্রিত লোকদের
 কোন মঙ্গলের অভাব হইবে না; কারণ পুত্রের প্রতি
 যাদৃশ পিতার স্নেহ, পরমেশ্বরের তাহাদের প্রতিও
 তাদৃশ স্নেহ। তিনি বুদ্ধিদ্বারা তাহাদিগকে সুপথে লওয়া-
 ইবেন, শক্তিদ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন; এই প্রকা-
 রে তিনি ইহকালে তাহাদের সকল প্রকার মঙ্গলের
 বাহুল্য করিয়া দেন। কিন্তু পরকালে তাহাদের জন্যে
 তিনি কি রাখিয়াছেন, তাহা কথাতে জানান যায় না।
 কেননা তাহারা খ্রীষ্টের আশ্রয় লওনের দ্বারা ঈশ্বরের
 পোষ্যপুত্র হইয়া স্বর্গের উত্তরাধিকারী হইয়াছে।
 আরও পরকালে তাহাদের স্বর্গীয় পদ হওয়াতে যে
 মর্যাদা হইবে, তাহার সীমা কেহই বলিতে পারে না।
 এবং ঈশ্বর তাহাদের পিতা হওয়াতে জীবনের মুকুট
 তাহাদের অধিকার, এবং স্বর্গ তাহাদের বাসস্থান।
 অপর তাহারা যে স্বর্গনিবাসী হইয়া ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্ত
 কাল পর্য্যন্ত সুখ ভোগ করিবে, এই সকল আশীর্বাদ
 প্রভুর ভোজনেতেই স্পষ্ট রূপে দেখা যায়, কেননা তিনি
 আপনি আসিয়া আপনার প্রিয় লোকদিগকে এই জীব-
 নের রুচী ভোগ করাইবেন।

অতএব খ্রীষ্টের মরণের ফল অমূল্য। দেখ, পাপী
 দীনহীন উপায়রহিত হইয়া আমরা অপরাধেতে ঈশ্ব-

রের শত্রু ও শয়তানের দাস ছিলাম ; কিন্তু খ্রীষ্টের মরণীয় যন্ত্রণাধারা এই সকল দুর্দশাইতে রক্ষা পাই। কেবল তাহা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের পোষ্য পুত্রত্বপদ পর্য্যন্তও পাই, তাহাতে আমরা ইহকালে সকল প্রকার সাস্ত্রনা ও রক্ষা পাইয়া পরকালে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হই। এক্ষণে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া আমাদের উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলা উচিত, “দেখ, আমরা ঈশ্বরের পুত্ররূপে বিখ্যাত হইতেছি, ইহাতে পিতা আমাদেরকে কেমন প্রেম প্রদান করিয়াছেন *।” হে স্বর্গ, হে পৃথিবী, চমৎকৃত হও, কেননা এই প্রকার অপূর্ষ প্রেমপ্রকাশ কখন হয় নাই; কেননা আমরা ক্রোধের পাত্র হইয়াও ঈশ্বরের পুত্রত্বপদ পাইলাম।

(৩) খ্রীষ্টের মরণের ফল হইয়াছে মনের শান্তি। এই বহুমূল্য ফল খ্রীষ্ট আপনার মরণধারা উপার্জন করিয়াছেন, এবং তাঁহার স্বর্গারোহণের পূর্বে তিনি এই ধন আপনার আশ্রিত সকল লোকের জন্যে রাখিলেন। এবং তাহার নিজ কথা এই, “আমি তোমাদের স্থানে শান্তি রাখিয়া যাইতেছি, আমার নিজের শান্তি তোমাদিগকে প্রদান করিতেছি †।” মনের দুঃখ ও চাঞ্চল্যের মূল যে পাপ, তাহা খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা দূরীকৃত হইলে সাস্ত্রনা আসিবার পথ মুক্ত হইয়াছে; এই প্রযুক্ত খ্রীষ্ট শাস্ত্রের মধ্যে সন্ধিকারক খ্যাত হন, কেননা আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে মিলাইবার জন্যে তিনি জগতে আইলেন,

* ১ যোহন ৩ : ১। † যোহন ১৪ : ২৭।

এবং মিলাইলে পর সুতরাং সান্ত্বনা হয় ; কারণ ঈশ্বর আমাদের বন্ধু হইয়াছেন, ইহা জ্ঞাত হইলে মনোদুঃখ দূরে যায় ।

তবে প্রভুর ভোজন কি আনন্দদায়ক নিয়ম। দেখে তদ্বারা পাপেতে খেদকারিরা সান্ত্বনা পায়, এবং পাপেতে ভারগুস্তেরা বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়; সেখানে ধর্মের প্রতি কুণ্ঠিত ও তৃষ্ণিতেরা পরিতৃপ্ত হয়, এবং প্রত্যয় ও সরলতা ইত্যাদি নানা গুণ প্রাপ্ত হয়। অপর যাহারা উপযুক্ত রূপে প্রভুর ভোজন ভোগ করে, তাহারা ভাল রূপে জানে যে তাহাতে কি প্রকার কুশলাদিরূপ মধুরতা আছে। তাহারা প্রত্যেক জন বলিতে পারে, আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার ছায়ায় বসিলাম; তিনি ভোজনশালাতে আমাকে আনিলেন, এবং তদুপরিস্থিত যে তাঁহার স্থাপিত স্বর্গ সে প্রেম।

আরও সকল ধর্ম্মাচরণ করিবার নিমিত্তে প্রভুহইতে এই নিয়মেতে অনুগ্রহ পাওয়া যায়; তাহাতে পরমেশ্বর প্রত্যেক জনকে বিশেষ রূপে বলেন, আমার অনুগ্রহেতে তোমাদের প্রতুল হইবে, এবং এই পারমার্থিক ভোজন করিলেই স্বর্গের পথে যাইতে শক্তি হইবে।

প্রার্থনা।

হে সর্জনশক্তিমন্ অতিদয়ালু পরমেশ্বর, জীবন ও সুখের উনুই তোমার কাছে আছে। তোমার প্রতি ও ভ্রাতৃলোকের প্রতি প্রেমের বৃদ্ধি করিবার জন্যে তুমি

প্রভুর ভোক্তনের নিয়ম করিয়াছ, এই নিমিত্তে আমরা
 আত্মদিত হইয়া তোমার ধন্যবাদ করি। ও হে দয়ালু
 যীশু, তোমার মরণের এই অমূল্য ফল আমাদেরকে
 ভোগ করাও, এবং সকলপাপেতে অত্যন্ত ঘৃণা করিতে
 আমাদেরকে প্রবৃত্তি দেও, ও কাম ক্রোধাদি বশ
 করিবার শক্তি প্রদান কর, যেন তাহারা আমাদের
 উপরে বল প্রকাশ না করে। ওহে করুণাময় যীশু,
 আমাদের দুর্ভাগ্যতা সকল তুমি জান, অতএব আমাদের
 উপকার কর। হে ঈশ্বর, আমাদের মন স্বভাবেই
 সামসারিক ও দুষ্ক, অতএব তাহাকে সৎসারের তাবৎ
 মুখহইতে নিবৃত্ত করিয়া পারমার্থিক বিষয়ে প্রবৃত্ত
 কর। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জন্যে যে ক্ষত ও মনের
 অসংখ্য ব্যথা সহিয়াছিলেন, তাহাতে পাপের দুষ্কতা
 ও তাঁহার অসংখ্য প্রেম যেন আমরা দেখিতে পাই,
 এবং তাহার জন্যে আমাদের অতি বড় খেদ যেন
 জন্মে। যে বহুমূল্য রক্তের স্রোত খ্রীষ্টের ধন্য শরীর-
 হইতে ধারাবাহী হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সকল
 পাপের প্রক্ষালন হয়, তাহা যেন আমরা দেখিতে পাই,
 এবং এই অদ্বিতীয় ও উপযুক্ত আশ্রয়েতে আশ্রিত
 হইয়া অবশেষে অনন্ত পরমায়ু পাই। আমরা এই
 সকল বর ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে যাক্রা
 করি ; আমেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

ওপর্যুক্তরূপে পুতুর ভোজন ভোগ করিবার জন্যে কি ২ আবশ্যিক।

১। দিব্য জ্ঞান, অর্থাৎ পুতু যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক জ্ঞান, এবং বিশেষ রূপে তাঁহার মরণের তাৎপর্য জানা। যাহারা খ্রীষ্ট বিষয়ক জ্ঞানহীন, তাহারা সকলে এই নিয়মের অনধিকারী হওয়াতে তাহা পালন করণে শাস্ত্রীয় বচনদ্বারা নিষেধিত আছে; কারণ তাহা পুতু যীশু খ্রীষ্টের মরণ প্রকাশ ও স্মরণ করিবার জন্যে নিরূপিত হইয়াছে; অতএব যাহারা খ্রীষ্টের এই জগতে আগমন ও ক্রুশীয় মরণ বিষয়ক জ্ঞানরহিত, তাহারা সেই নিয়মের তাৎপর্য না জানাতে সুতরাং সে ভোজনে নিষেধিত হয়।

আর সেই জ্ঞান সামান্য রূপ হইলে হয় না, কিন্তু বিশেষ রূপ জ্ঞানের পুয়োজন, কেননা অনেক লোকে পরমেশ্বরের বিষয় সামান্য রূপে জানে, আর খ্রীষ্ট যে পরিজ্ঞান করিতে এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া বিস্তর ক্লেশ ভোগ পূর্ষক ক্রুশে হত হইলেন, ও তিন দিনের পরে পুনরায় উঠিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন, ইত্যাদিও জানে; কিন্তু তাঁহার ভোজনের তাৎপর্য এবং ফল বিশেষরূপে জানে না।

ত্রাণদায়ক জ্ঞানের বিশেষ লক্ষণ এই, যে সে জ্ঞান পবিত্র আত্মার দত্ত, এবং তাহার উদয় হইবামাত্র তদ্বিশিষ্ট ব্যক্তি পাপেতে যে আপনার সর্ষতোভাবে অত্যন্ত দুর্দশা হইয়াছে, আর ত্রাণের নিমিত্তে খ্রীষ্টের

আবশ্যকতা আছে, এই সকল দেখিতে পায়; তন্মি-
মিস্ত্রে সে নরকহইতে উদ্ধার পাইবার সকল ডরসা
একান্ত মনে প্রভুর উপরে রাখে। এমন ব্যক্তির বিষয়ে
শাস্ত্রে এই প্রকার লিপি আছে, যে তাহার সকলেই ঈশ্ব-
রের শিক্ষিত হইবে; যথা “অতএব যে কেহ পিতাহইতে
শ্রবণ করিয়া শিক্ষা পায়, সেই আমার কাছে আ-
সিবে *।” যেমন গাছ আপন ফলেতে পরিচিত হয়,
তেমনি সে জ্ঞান আপন ফলেতে পরিচিত হয়; কেননা যে
কেহ তাহা পায়, সকল প্রকার পাপকে ঘৃণা করিয়া
ধর্মাচরণ করিতে তাহার ইচ্ছা ও শক্তি হয়। এমন ব্যক্তি
পারমার্থিক জ্ঞান পাইয়া কৃষ্ণী ভাঙ্গনে ও দুষ্কারস
ঢালনে প্রভুর মরণীয় যন্ত্রণা আর তাহার কল দেখিতে
পাইয়া উপযুক্ত রূপে ভোজন করিতে পারে।

২। মন ফিরাইতে আবশ্যিক; সে কি না পাপের
জন্যে খেদ, এবং খ্রীষ্টের উপরে মন অর্পণ করা।
যিনি আমাদের পাপমোচনার্থে বিদ্ধ ও ক্রুশে হত হই-
লেন, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করণ সময়ে পাপের
জন্যে খেদ করা আমাদের কেমন উপযুক্ত! কেননা
আমাদের পাপমাত্রই তাঁহার মরণের কারণ। আমা-
দের পাপ করণেতে পরমেশ্বরের কত অপযশ হয়, এবং
তাহাতে খ্রীষ্টের কত বেদনা, ইহা বিবেচনা করিতে গেলে
আমাদের অতিশয় খেদ জন্মে। যেমন সূর্যের তাপেতে
উত্তপ্ত নদী হইলে লোকেরা ছায়া চাহে না, তেমনি

* যোহন, ৬; ৪৫ পদ।

পাপ প্রযুক্ত ঈশ্বরের ক্রোধের উত্তাপেতে উত্তপ্ত না হইলে লোকেরা খ্রীষ্টের আশ্রয়রূপ ছায়া চাহে না। পাপ প্রযুক্ত যে সকল বিপদ ও দীনহীনতা, তাহা না জানিলে তাঁহার নিকট যাইতে আমাদের ইচ্ছা হয় না। কিন্তু যেমন ভারগুস্ত লোকের বিশ্রাম ভাল লাগে, ও ক্ষুধিত লোকের আহাৰ দুব্য মিষ্ট লাগে, সেই মত খ্রীষ্টের আশ্রয়রূপ বিশ্রাম ও তাঁহার দত্ত আহাৰ পাপেতে ভারাক্রান্ত লোকের তৃপ্তি জন্মায়। আর যেমন সূর্য্যের কিরণে উত্তপ্ত পখিক লোকেরা কোন মহৎ বৃক্ষের ছায়াতে গিয়া শীতল হয়, এবং সেই বৃক্ষ প্রচণ্ড রৌদ্রহইতে ঐ তাপিত পখিককে আচ্ছাদন করিয়া স্নিগ্ধ করে, তেমনি পাপ প্রযুক্ত ঈশ্বরের ক্রোধাম্বিতে সন্তপ্ত পাপি লোকেরা খ্রীষ্টরূপ বৃক্ষের ছায়াতে পুৰ্ব্বিষ্ট হইয়া শান্তি দূর করে, আর সেই তরুরূপ খ্রীষ্ট পরমেশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধানলহইতে পাপি লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্যে আপনি আচ্ছাদন করিয়া স্নিগ্ধ করেন।

দেখ দেখি, পরমেশ্বরের সকল অনুগ্রহের পরিবর্তে আমরা তাঁহাকে কত নিন্দা করিয়াছি, এইরূপে পরমেশ্বরের আশীর্বাদ সকলকে অভিশাপেতে পরিবর্তন করিয়াছি; কেমনা ঈশ্বরের প্রেম ও খ্রীষ্টের করুণা ও পবিত্র আত্মার চেতনাকে তুচ্ছ করাতে আমাদের মন কটিন হইয়াছে। কিন্তু যাহারা পাপের জন্যে সত্য খেদ করে, তাহারা এই মত বলে, আহা, দিবারাত্রি যেন

ক্রন্দন করি, এই জন্যে আমাদের মস্তক যেন জলময়, ও চক্ষু জলের উনুই হয়। তাহারা আরও প্রার্থনা করে, হে ঈশ্বর, আমাদের অন্তঃকরণে পাপের প্রতি উপযুক্ত খেদ ও অতিশয় ঘৃণা জন্মাও, এবং মন ও চক্ষুকে এই কদর্য বিষয়হইতে নিবৃত্ত করিয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপরে স্থির করিয়া রাখ।

৩। প্রভুর ভোজন উপযুক্ত রূপে খাওনার্থে খ্রীষ্টেতে সত্য বিশ্বাসের আবশ্যিক। পরমেশ্বর দয়াপূর্ষক প্রভুর ভোজনেতে প্রায়শ্চিত্তকারি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শূচরণে আমাদের পাপ সকল সমর্পণ করিতে আমাদেরিগকে ডাকিতেছেন। অতএব তাঁহার রক্ত আমাদের জন্যে পাত হইয়াছিল, ইহার প্রতি মনোযোগ করিতে হইবে; এই রূপে আমাদের সকল পাপ স্বীকার করিতে, আর সকল প্রকার নিজপুণ্যের আশা ত্যাগ করিতে, ও কেবল খ্রীষ্টের মরণেই ত্রাণ হয়, এইরূপ ভরসা করিতে হইবে। খ্রীষ্ট আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ করিয়াছেন, এইরূপে তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া আমাদের সহায় আছেন, এই জন্যে ত্রাণের নিমিত্তে সত্য খ্রীষ্টিয়ানেরা তাঁহার প্রতি সকল ভরসা রাখে। এই প্রকার সত্য প্রত্যয়ের দ্বারা তাহারা বলিতে পারে, পরমেশ্বরেতে আমাদের ধর্ম ও শক্তি আছে, এবং তাঁহার রক্তের দ্বারা আমাদের মুক্তি, অর্থাৎ পাপের ক্ষমা হইয়াছে; অতএব তাঁহার ভোজনেতে যাহারা আহৃত হয়, তাহাদের ত্রাণ পাইবার নিমিত্তে দীনহীন ভিক্ষকের ন্যায় নম্রান্তঃ-

করণে তাঁহার নিকটে আসিতে হয়। আরও জ্ঞান করিতে খ্রীষ্ট সমর্থ আছেন, কারণ তাঁহার রক্ত তাবৎ পাপ-হইতে আমাদিগকে পরিস্কৃত করে, এবং তাঁহার পুণ্য-দ্বারা আমরা পুণ্যবান হই, ও তাঁহার নিমিত্তে ঈশ্বরের কাছে গুণ্য হই, এই সকলেতে দৃঢ় প্রত্যয় রাখাও উচিত। সত্য বিশ্বাসিরা জ্ঞাত আছে, যে তাহারা আপনারা কিছু করিতে পারে না, এই নিমিত্তে ভাল আচরণ করণার্থে নিত্য ২ খ্রীষ্টের নিকটে আসিয়া অনুগৃহ ও বল প্রার্থনা করে। আর তাহারা এই নিশ্চয় জানে, যে আমাদের শক্তিদাতা যে খ্রীষ্ট, তাঁহার সহায়তাতে আমরা সকলি করিতে পারিব। যেমন বৃক্ষেতে ভাল সৎলগ্ন থাকে, তেমনি প্রত্যয় সত্য বিশ্বাসিকে খ্রীষ্টেতে সৎলগ্ন করিয়া দেয়; এবং যে কেহ খ্রীষ্টেতে আশ্রিত হয়, সে পবিত্র আত্মার ফল ধরিবে; অর্থাৎ প্রেম, ও আনন্দ, ও শান্তি, ও ধৈর্য্যাবলম্বন, ও প্রণয়, ও দাতৃত্ব, ও বিশ্বস্ততা, ও মৃদুতা, ও পরিমিত ভোগ, ইত্যাদি আত্মার ফল প্রাপ্ত হইবে। বাহা দিয়া ধর্ম্মের সকল গুণ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে বহিয়া আইসে, প্রত্যয় এমন নালাস্বরূপ হইয়াছে; প্রত্যয়ের দ্বারা বিশ্বাসিদের ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন হয়, আর তাহারা দ্বারা পাপ দমন করিয়া ধর্ম্ম আচরণ করিতে শক্তি পায়; অতএব এই অমূল্য জ্ঞান ব্যতিরেকে পুড়ুর ভোজন করিতে কেহ পারে না।

৪। প্রকৃত রূপে পুড়ুর ভোজন করণার্থে কৃতজ্ঞতার

আবশ্যিক। পাপ প্রযুক্ত যে দুর্দশা হয়, ঈশ্বর খ্রীষ্টের মরণদ্বারা আমাদিগকে তাহাইহইতে মুক্ত করিয়াছেন; তন্নিমিত্তে তাঁহার ধন্যবাদ ও স্তব স্তুতি করা আমাদের অতি উপযুক্ত।

দেখ দেখি, পাপ প্রযুক্ত আমরা তাঁহার আজ্ঞালঙ্ঘনের দ্বারা অন্য প্রাণিহইতে অযোগ্য হইয়াছি। সন্তানত্ব রূপে ভক্ষ্য দ্রব্য পাওয়া দূরে থাকুক, আমরা তাঁহার মেজের উচ্ছ্রিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া পাইবার উপযুক্ত পাত্রও নই; কেননা তাঁহার অনুগৃহ ও করুণা ইত্যাদিকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিয়াছি। এবং বুঝিয়া দেখ, লোকেরা আপনার আশ্রয় বন্ধু কুটুম্ব ও প্রধান ২ লোকদিগকে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করে; কিন্তু বিদেশী ও শত্রু এবং নীচ লোককে কে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে? তাহা বল দেখি। কিন্তু এ কি প্রকার অনুগৃহ! দেখ, আমরা বিদেশী, কেননা তাঁহার পথ ছাড়িয়া আমরা অন্য পথে গিয়াছি; এবং আমরা শত্রু, কারণ তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়াছি; অপর নীচও আমরা, কেননা পাপ করাতে অধম হইয়াছি। তত্রাপি প্রভুর ভোজনেতে অমৃত রুচী থাইতে ঈশ্বরকর্তৃক নিমন্ত্রিত হই। ইহাতে জানা যায়, যে যেমন পৃথিবীহইতে স্বর্গ উচ্চ, তেমনি মানুষের দয়াহইতে ঈশ্বরের দয়া উচ্চ; কেননা মনুষ্যেরা ষৎকর্তৃক মান্যমান ও উপকৃত হয়, তাহাকে নিমন্ত্রণ করে; কিন্তু আমাদিগহইতে তাঁহার কি মান হয়? এবং তিনি কি বা আমাদের দায়ী আছেন?

৫। যথার্থ মতে পুড়ুর ভোজন করণার্থে পারমার্থিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণার আবশ্যিক। যেমন সাংসারিক আহার ভোগ করণার্থে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার আবশ্যিক রাখে, তেমনি পারমার্থিক আহারাদি ভোগ করিবার জন্যে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার পুয়োজন আছে; অতএব শাস্ত্রের উক্তিও এই আছে, যে তিনি ক্ষুধার্ত লোককে উত্তম সামগ্ৰীর দ্বারা তৃপ্ত করিয়া ধনবানদিগকে রিক্ত হস্তে বিদায় করেন *।” যেমন রুচি হইলে খাইবার জন্যে আহারের দ্রব্য চায়, তেমনি খুঁটকে পাইবার জন্যে আত্মার উদ্যোগও চাই। এই জগতে আমরা ক্লিষ্ট পথিকের ন্যায়, শুষ্ক ও ভয়ঙ্কর বন দিয়া যাইতেছি; খুঁট আমাদের যথার্থিক আহার হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের পারমার্থিক রুচি না হইলে তাহাতে পূরুষ্টি হইবে না। অতএব যদি রুচি হয়, তবে তৃষিত ভূমির ন্যায় আমাদের মন ঈশ্বরকে চাহিবে, ও তাঁহার সহিত সঙ্গ করিবার নিমিত্তে আমাদের লালসা হইবে। এই প্রকার দায়ুদও শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, “হে ঈশ্বর, আমার মন তোমার নিমিত্তে ব্যাকুল হইতেছে। ঈশ্বরের নিমিত্তে অর্থাৎ অমর ঈশ্বরের কারণ আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত হইতেছে; আমি কখন আসিয়া ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হইব?”

এতদনুসারে খুঁট আপনি বলিলেন, ধর্ম বিষয়ে ক্ষুধিত ও তৃষ্ণান্বিত লোকেরা ধন্য, কেননা তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে। এই সকল বিবেচনা করিলেই আমা-

* লুক ১, ৫৩। † গীত ৪২; ১, ২।

দের মন যেন পবিত্র আত্মার দ্বারা ঈশ্বরেতে নিবিষ্ট হয়, তাঁহার কাছে এমন প্রার্থনা করা উচিত। এই প্রকার করিলে আমরা নিশ্চয় জানিতে পারিব, যে সে অতি উত্তম সুখাদ্য বটে।

অধিকন্তু সকল লোকের সহিত মিলন ও প্রেম রাখা অতি কর্তব্য। এবং যাহার অন্তঃকরণে পুড়ুর মত রূপ অনুগৃহ থাকে, সে সৰ্ব্বদা এই মত চেষ্টা করে। সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরকে প্রেম কর ও সকল লোককে আত্মতুল্য জ্ঞান কর, এই আজ্ঞা পালনের বিশেষরূপ পূর্ব্বস্থি আমরা পুড়ুর ভোজনেতে পাই।

সকল লোককেই প্রেম করা কর্তব্য বটে, কিন্তু বিশেষরূপে খ্রীষ্টাশ্রিত লোকদিগকে, কারণ পিতার ও তাঁহার পুত্র পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সহিত তাহাদের নিতান্ত মিত্রতা আছে; তাহারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বহুমূল্য এবং মৰ্য্যাদাপন্ন আছে, সুতরাং আমাদেরও নিকটে সেই মত হওয়া উচিত। এই রূপে যদি আমাদের অন্তঃকরণ পরল্পর প্রেমেতেও সুনিশ্চিত জ্ঞানেতে একত্র বান্ধা থাকে, তবে আমাদের পারমার্থিক সুখ বিস্তর বাড়িবে; কেননা ভ্রাতৃপ্রেমেতে ও ভাল আচরণেতে বলবান হইতে পরমেশ্বর আজ্ঞা দিয়াছেন, এবং সেই প্রকার লোকদের পুতি তিনি বাহুল্য আশীর্বাদ দিতে পুতিজ্ঞা করিয়াছেন।

প্রার্থনা।

ওহে পরমেশ্বর, তুমি প্রেম ও পবিত্রতাতে আমাদের বৃদ্ধি করিবার জন্যে যে নিয়ম করিয়াছ, তন্নিমিত্তে তোমাকে স্তবস্তুতি করি; কিন্তু আমরা পাপ প্রযুক্ত প্রভুর ভোজন করিতে স্বভাবত অনুপযুক্ত, এই জন্যে অতিশয় খেদ করি। ওহে পরমেশ্বর, আমাদিগকে আপন ২ পাপ জানিবার জন্যে জ্ঞান দেও, ও জানিলে তাহার নিমিত্তে খেদ করিতে দেও, যেন খ্রীষ্টকে গৃহণ করিতে আমাদের মন প্রস্তুত থাকে। আর তোমার অদ্বিতীয় প্রিয় পুত্র যে ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, তাঁহার প্রতি আমাদের অন্তঃকরণে সত্য বিশ্বাস জন্মাও, যেন আমরা ক্রুধার্ত্ত মানুষের, মত তাঁহার নিমিত্তে ক্রুধিত ও তৃষ্ণিত হই। যেমন ব্যাধকর্তৃক তাড়িত ও পিপাসান্বিত হরিণ নদীর নিকটে বেগে যাইয়া ব্যাকুল হয়, তেমনি যেন আমাদের মন তাঁহার নিমিত্তে চেষ্টিত হইয়া ব্যাকুল হয়।

হে দয়ালু ত্রাণকর্তা, আপনি অনুগৃহ করিয়া আমাদের অন্তঃকরণকে বিচার কর, এবং আমাদের যে ২ গুপ্ত পাপ থাকে, তাহা নাশ কর; এবং কোন পাপের প্রেম আমাদের অন্তরে থাকিতে দিও না। অপর যাহা ২ আমাদের কর্তব্য, সেই সকল দেখাইয়া আমাদিগকে সঙ্গ্রহ করিতে শক্তি দেও। ও হে ঈশ্বর, আমাদের মনের অঙ্ককার দূর কর, এবং সান্ত্বনাদায়ক পবিত্র আত্মাকে প্রদান কর। হে অনুগৃহক পিতা, সকল লোককে প্রভুর ভোজন লইতে প্রস্তুত কর।

শয়তানের রাজ্য সকল শীঘ্র করিয়া নাশ কর, এবং তোমার মণ্ডলীস্থ লোকের নিত্য ২ বাহ্য রূপে বৃদ্ধি হউক। তোমার রাজ্য আইসুক, এবং তোমার ইস্ট ক্রিয়া যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতেও পালিত হউক। হে দয়াময় ঈশ্বর, যাহারা খ্রীষ্টকে গ্রাহ্য করে, তাহারা সকল কুক্রিয়াহইতে যেন পরাঙ্মুখ হয়, এবং সকল ধর্ম আচরণ করিতে নিযুক্ত থাকে, যেন তাহাদ্বারা তোমার নামের গৌরব সকল স্থানে প্রকাশিত হয়। এবং রাজত্ব ও বল ও গৌরব সদা সর্দক্ষণ তোমাতে বর্ভুক। এই সকল বর প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করি। আমেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

পুত্র ভোজনের পুস্তিকাক কথা।

১। সেই ভোজন আমাদের জন্যে নিয়মিত হই-
য়াছিল। ইহাই যিশিয়য় ভবিষ্যদ্বক্তা কর্তৃক উক্ত আছে,
যে এই পর্বে, অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীর মধ্যে সৈন্যা-
ধ্যক্ষ পরমেশ্বর তাবৎ লোকের নিমিত্তে উত্তম ২ খাদ্য-
দ্রব্য ও পুরাতন দুগ্ধারস, অর্থাৎ অতি সুস্বাদু সামগ্ৰী
ও পুরাতন নির্মালীকৃত দুগ্ধারসযুক্ত এক ভোজ প্রস্তুত
করিবেন *। ইহাতে জানা যায়, যে পুত্র মরণের ফলে-
তে ও পারমার্থিক রূপ উত্তম ভোজেতে তুলনা হয়।
এই যে পারমার্থিক ভোজ, ইহাতে ঈশ্বর আপনি সকল

* যিশিয়য় ২৫; ৬।

আয়োজন করিয়াছেন, সুতরাং তাহাতে নানা বিধ ও বাহ্য আছে; এবং সে ত্রাণ ও সুখজনক। পৃথিবী নিবাসী প্রতি দেশীয়, প্রতি বংশীয়, প্রতি ভাষীয় সকল লোকের জন্যে প্রস্তুত হইয়াছে। এই যে খ্রীষ্টকর্তৃক কৃত পরম রত্ন স্বরূপ পরিত্রাণ সে কেবল এক দেশের নিমিত্তে নিরূপিত হইয়াছে তাহা নয়, কিন্তু তাবৎ পৃথিবীস্থ লোকের জন্যে। প্রভুর মত বিশ্বাসকারি লোকের বিশ্বাস যেমন ক্ষীণ হউক না কেন, সে প্রভুর ভোজন-হইতে কখন নিবারণিত হয় না। হে প্রিয় পাঠকেরা, তবে দেখ দেখি, দীনহীন পাপী যে আমরা, আমাদের জন্যে যদি ঈশ্বর সেই প্রভুর ভোজনের নিয়ম করিয়াছেন, তবে তাহা লইতে আমাদের কত সাহস জন্মে!

২। সমস্ত প্রস্তুত আছে।

১। পরিত্রাণের নিমিত্তে সকল প্রকার বর আমাদিগকে দিতে খ্রীষ্ট প্রস্তুত আছেন। তিনি আপনার সঙ্কিত পুণ্যেতে আমাদিগকে পুণ্যবান করিবেন, এবং আপনার বহুমূল্য রক্তের গুণেতে আমাদের পাপ মার্জনা করিবেন; কেননা তন্নিমিত্তে তাহার পাত হইয়াছিল। দেখ, যিনি আমাদিগকে নির্দোষী করিতে পারেন এমন যে খ্রীষ্ট, তিনি বর্তমান আছেন, এবং আমাদের প্রতিনিধি হইয়া সর্বদা আমাদের নিমিত্তে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করিতেছেন।

২। পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তঃকরণ পবিত্র করিতে ও সাধনা দিতে প্রস্তুত আছেন। শাস্ত্রোক্তিতে এই জানা

যায়, যে যদি আমরা খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করি, তবে তিনি আমাদের অন্তঃকরণে বাস করিবেন, এবং আমাদের অন্তরে অমৃত জলের উনুইষরূপ হইয়া অনন্ত পরমায়ু পর্য্যন্ত উথলিয়া উঠিবেন।

৩। খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীর মধ্যে স্থান আছে। এই প্রযুক্ত সমস্ত বিশ্বাসি লোককে গৃহণ করিতে, ও আপনার পরিজনদের মধ্যে রাখিতে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা প্রস্তুত আছেন। আরও তিনি শাস্ত্রদ্বারা আমাদের কাছে এই মত আহ্বান করিতেছেন, যে পাঁচি লোকদের মধ্য-হইতে আসিয়া পৃথক হও, এবং কোন অশুচি বস্তু স্পর্শ করিও না; তাহাতে আমি তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিব, ও তোমাদের পিতা হইব, এবং তোমরা আমার কন্যা পুত্র হইবা। তাঁহার এই রূপ অতুল্য প্রেম আমাদের প্রতি প্রকাশ করাতে জানা যায়, যে যদি আমরা খ্রীষ্টেতে আশ্রয় লই, তবে তিনি স্বর্গেতে আপনার পুত্র করিয়া আমাদের স্বীকার করিতে ও জীবনরূপ পুস্তকে আমাদের নাম লিখিতে প্রস্তুত আছেন।

আরও খ্রীষ্টের আশ্রিত লোক সকলের বাসস্থান স্বর্গেতে প্রস্তুত আছে, এবং মরিবামাত্র স্বর্গীয় দূতের এক দল আসিয়া তাহাদের আনন্দযুক্ত আত্মাকে মর্যাদাপূর্ব্বক সেই স্থানে লইয়া যাইবে। পরে ঈশ্বর বলিবেন, হে উত্তম বিশ্বাস্য দাস সকল, তোমরা ধন্য, তোমরা আপন প্রভুর সুশ্ৰেয় ভাগী হও।

৪। এই অতুল্য বর সকল পাইতে তিনি আমাদের কাছে

আত্মান করিতেছেন। প্রভুর ভোজনের নির্ণয় করণার্থে ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে রাজার রাত্রিভোজের দৃষ্টান্ত কথা আছে; যথা, সমস্ত খাদ্য সামগ্ৰী প্রস্তুত আছে, তোমরা ভোজেতে আইস, এই কথা নিমন্ত্রিতদিগকে বলিতে রাজা আপন ভৃত্যদিগকে পুরণ করিলেন; কিন্তু তাহারা আসিতে সম্মত ছিল না। এই রূপে প্রভু আপনার মরণের দ্বারা সকল লোককে ঈশ্বরের সহিত মিলাইতে প্রেরিত লোকদ্বারা ডাকিতে পাঠাইতেছেন। কিন্তু হায় এই বড় খেদের বিষয়, যে প্রভু এমত সুন্দর ভোজ প্রস্তুত করিলেও অতি অল্প লোক তাহাতে আসিতে চাহে; বিশ্বর লোক সামসারিক ব্যবহারেতে ব্যস্ত হইয়া তাহা অবহেলা করে; কেহ বা ক্ষেত্রে, কেহ বা বাগি-জ্যেতে চলিয়া যায়; এই প্রকার ঐহিক সুখ ও উদ্বোধে মগ্ন হইয়া পারমার্থিক সুখ কত অবজ্ঞা করে; কেননা এই নিমন্ত্রণে আসিতে তাহাদের বাঞ্ছাও নাই, ও অবকাশও নাই। কিন্তু হে প্রিয় পাঠকেরা, তোমা-দিগকে এই বিনতি করি, খ্রীষ্টের দ্বারা যে অতুল্য সুখ ও মর্যাদা, তাহা তুচ্ছ করিয়া ঐহিক সুখের নিমিত্তে ত্যাগ করিও না। এবং বিবেচনা কর, যে তোমাদের সক-লকে জ্ঞান করিতে ঈশ্বর আপন পুত্র খ্রীষ্টকে পাঠা-ইলেন, আর ভোজনের সকল বস্তু প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং আপনি ডাকিতেছেন; তবে তাহা লইতে যাওয়া সকলের কত উপযুক্ত। আরও দেখ, আমরা সাহ-সিক হইয়া যাইতে পারি, কেননা তিনি আপনি বলি-

যাচ্ছেন, যে কেহ আমার নিকটে আসিবে, তাহাকে আমি কোন ক্রমে দূর করিব না।

৫। সেই নিয়ম ত্যাগ করাতে কত বিপদ হয়। তাহাতে পরমেশ্বরের সুস্বয়ং আজ্ঞার লঙ্ঘন হয়; কারণ তিনি আপনার শিষ্যদের নিমিত্তে আপনি যে দিবসে হত হইলেন, তাহার পূর্ষদিন রাত্রিতে সেই নিয়ম স্থির করিয়াছিলেন, এবং মরণাপন্ন সময়ে আপনার স্মরণার্থে ঐ অনুমতি দিয়াছিলেন। তবে দেখ দেখি, আত্মীয় বন্ধুর মরণকালের কথা তোমাদের যদি অতি রক্ষণীয় হয়, তবে যিনি পরম বন্ধু হইয়া আমাদের জ্ঞানের জন্যে আপনার প্রাণ দিলেন, তাঁহার কথা কত বড় রক্ষণীয় হয়। তবে যাহারা তাঁহার ঐ নিয়মকে ত্যাগ করে, তাহারা স্ফটরূপে ইহা জানায়, যে তাঁহার প্রতি তাহাদের প্রেম ও বন্ধুতা নাই; কারণ তাহারা জ্ঞানপূর্ষক তাঁহার অলঙ্ঘ্য আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে, এবং তাঁহার উপদেশ তুচ্ছ করে, এটা কি সামান্য পাপ? এবং যখন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপনার নাম ও নিয়মকে তুচ্ছকারীদের বিচার করিতে আসিবেন, তখন তাহাদের কি অল্প দুর্দশা হইবে?

অতএব বলিতেছি, যে ঐ নিয়মের তুচ্ছকারি প্রত্যেক লোক ইচ্ছানুসারে আপনার দণ্ডের বিষয় ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে পাঠ করিতে পারে; এবং খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করা সকল কর্মহইতে আবশ্যিক; কারণ নিঃসন্দেহে আমাদের জ্ঞান সিদ্ধ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে তুচ্ছ

করিলে জ্ঞান পাইবার উপায় নাই, বরঞ্চ ঈশ্বরের কোপানলে থাকিতে হয়, ইহাও জানিতে পারে। হে প্রিয় লোকেরা, বিবেচনা কর, যে অবিশ্বাস প্রযুক্ত খ্রীষ্টের রক্ত তোমাদের প্রতি নিম্নল হইল। হায় ২ কি খেদের বিষয়, যিনি তোমাদের জন্যে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জন্দন ও অত্যন্ত দুঃখভোগ পূৰ্বক রক্তপাত ও প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তোমাদের প্রতি তাঁহার এত দয়া প্রকাশ করাতেও তাঁহার প্রতি কি তোমাদের প্রেম হয় না? তোমরা কি নিতান্ত তাঁহার প্রেম ও দয়াকে তুচ্ছ করিবা? ও ঈশ্বরের পুত্রকে কি পদতলে দলাইবা? আর নিয়মের রক্তকে ঘৃণা ও অনুগৃহের আশ্রাকে পরিত্যাগ করিবা। এই সকল দারুণ পাপেতে না জানি কত দণ্ড হইবে; হে ভাই সকল, এখনও তোমরা স্থির হও ২। ঈশ্বরের করুণাতে, ও খ্রীষ্টের মরণীয় প্রেমেতে এবং অনুগৃহেতে, আর আপনার প্রাণের বহুমূল্যতাতে, ও স্বর্গের অসীম সুখেতে, এবং নরকের অসীম দুঃখেতে আমি তোমাদিগকে কাকুতি বিমতি করি, যেন তোমরা এই সকল পাপাচরণ ছাড়িয়া খ্রীষ্টের শরণ লও, এবং তাহাতে তোমাদের যেন পরকাল রক্ষা হয়।

প্রার্থনা।

ও হে ধর্ম্মময় পরম দয়ালু পিতাঃ, তুমি স্বর্ণজীবী ও সচ্চিদানন্দ, আপনার সুখের নিমিত্তে আমাদের

কৃত সেবাতে তোমার কিছু প্রয়োজন নাই, আর যাহাতে তোমার অনুগ্রহ পাইতে পারি, এমন গুণ আমাদের কিছুই নাই; কিন্তু ধন্য তোমার নাম, যেহেতুক পাপি লোকদের মরণেতে তোমার তুষ্টি নাই, বরঞ্চ তাহারা যে মন নিবিষ্ট করিয়া তোমার প্রতি ফিরিয়া আইলে, তাহাতেই তোমার তুষ্টি। এই নিমিত্তে সকল লোকের মন ফিরাইয়া মঙ্গল সমাচারেতে প্রত্যয় করাইতে পুরিতদ্বারা সর্বত্র ডাকিতে পাঠাইয়াছ। এই রূপে তুমি আপনার অসীম প্রেম সমুদয় জগতে বিলক্ষণ রূপে প্রকাশ করিয়াছ, এবং খ্রীষ্ট যে পাপের নিমিত্তে মরিয়াছেন, ইহা স্মরণার্থে আপন মণ্ডলীর মধ্যে পুস্তক ভোজনরূপ এক বিশেষ নিয়ম করিয়া রাখিয়াছ, তন্নিমিত্তে তোমার নামের স্তব স্তুতি ও ধন্যবাদ করি। তাহাতে তোমার যে অসংখ্য অনুগ্রহ, তাহা আমাদিগকে কখন ভুলিতে দিও না। বিশেষত আমরা এই প্রার্থনা করি, যে আমাদিগকে পবিত্র আত্মা প্রদান করুন, যেন তাঁহার ধর্মশিক্ষাতে পাপের নষ্টতা এবং খ্রীষ্টের উত্তমতা দেখিয়া তাঁহাতে আসক্ত থাকি, ও তাঁহার নিয়ম সকল পালন করি। হে অনুগ্রাহক ঈশ্বর, আমরা এত দিন পাপেতে রত হইয়া খ্রীষ্টের আশ্রয় ধরি নাই, এই যে দারুণ অপরাধ, তাহা ক্ষমা কর; এবং অদ্যাবধি যেন সত্য প্রত্যয়ের দ্বারা খ্রীষ্টেতে সংলগ্ন হইয়া সকল ধর্মোচ্চরণেতে নিযুক্ত থাকি। হে সর্বশক্তিমন্ পরমেশ্বর, শয়তানের রাজ্য ধ্বংস কর, এবং তাহার

ভিটের উপরে আপনার রাজ্য স্থাপন কর; এবং পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিগহইতে সকল লোক আসিয়া খ্রীষ্টের আশ্রিত হউক। এবং এই পৃথিবীতে তোমার সেবা করিলে তোমার স্বর্গেতে অনন্ত সুখের ভাগী হওনার্থে আমরাদিগকে গ্রহণ কর। এই সকল বর প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামেতে আমরা প্রার্থনা করি; আমেন।



৯ ষষ্ঠ অধ্যায়।

পুতুর ভোজন বিষয়ক পুস্তোত্তর।

প্রশ্ন। পুতুর ভোজন কি?

উত্তর। পুতুর ভোজন প্রভুকর্তৃক নিযুক্ত খ্রীষ্টিয়ানদের এক বিশেষ নিয়ম; সেই ভোজনে তাহারা একত্র মিলিয়া পরস্পর প্রেমপূর্বক রুচী এবং কিঞ্চিৎ দুষ্কারস ভোজন পান করে।

প্র। এ নিয়মের তাৎপর্য কি?

উ। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মরণদ্বারা আমাদের যে পরি-
জ্ঞান, তাহা দেখাইবার জন্যে এই নিয়ম নিরূপিত
হইয়াছে। তাহাতে দুষ্কারস চালন খ্রীষ্টের রক্ত-
পাত; এবং রুচী ভাঙ্গন তাঁহার ভাঙ্গা শরীর
বুঝায়। অতএব অধ্যক্ষ যখন মণ্ডলীর সাক্ষাতে
দুষ্কারস চালিয়া রুচী ভাঙ্গেন, তখন সে ক্রিয়া
এই অভিপ্রায়ে করে, যেন সকল লোক স্মরণ করে,
যে যেমন দুষ্কারসের চালন ও রুচীর ভগ্ন করণ
হয়, তেমনি আমাদের পাপের জন্যে পুতুর

রক্তপাত হইয়াছিল, ও শরীর জ্বশের উপর ভঘ্ন করা গিয়াছিল।

প্র। সে রুগী ও দুষ্কারস খাওয়াতে কি জানান যায়?

উ। খ্রীষ্টকে বিশ্বাসপূর্ষক অন্তঃকরণের মধ্যে গুহণ করণ। যেমন আহারাদিদ্বারা ইহকালে প্রাণ রক্ষা পায়, তেমনি পারমার্থিক ভাবে খ্রীষ্টের শরীর ও রক্ত ভোজন করিলে অনন্ত পরমায়ু লাভ হয়।

প্র। খ্রীষ্ট এই নিয়ম কবে নিরূপণ করিয়াছিলেন?

উ। যে রাত্রিতে তিনি জ্বশের উপর হত হওনের জন্যে পরহস্তগত হইলেন, সেই রাত্রিতে। তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই*।

আমি প্রভুহইতে প্রাপ্ত যে উপদেশ তোমাদিগকে দিয়াছি, তাহা এই। পরহস্তগত হওনের রাত্রিতে প্রভু যীশু রুগী লইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া কহিলেন, ইহা লইয়া ভোজন কর, তোমাদের নিমিত্তে আমার ভঘ্ন শরীরস্বরূপ এই রুগী, আমাকে স্মরণ করিবার জন্যে ইহা ভোজন কর। এবং রাত্রিভোজনের পর তেমনি পানপাত্র লইয়া কহিলেন, ‘আমার রক্তের দ্বারা স্থিরীকৃত নূতন নিয়মস্বরূপ এই পাত্র; তোমরা ষত বার পান কর, তত বার আমার স্মরণ জন্যে করিও।’

প্র। কি কারণে সে নিয়ম পুনঃ ২ পালন করিতে হয়?

উ। খ্রীষ্ট ও তাঁহার অকথ্য যজ্ঞণা ও তাহাতে আমাদে-
দের যে জ্ঞান, এই সকল আমাদের মনে সতত

স্মরণ থাকিবার জন্যে পুড়ু আপনি বলিলেন,
ইহা আমার স্মরণার্থে করিও।

প্র। যাহারা খ্রীষ্টিয়াননামে বিখ্যাত হয়, তাহারা
কি সকলেই ইহার অধিকারী?

উ। না, কেবল যাহারা সত্য বিশ্বাস দ্বারা অন্তঃ-
করণের সহিত খ্রীষ্টকে গৃহণ করিয়া তাঁহার
আজ্ঞা সকল মানিতে চেষ্টা করে, তাহারাই এই
নিয়মের অধিকারী; কিন্তু যাহারা কাল্পনিক রূপে
সেই সকল ক্রিয়া করে, তাহারা দৈশ্বরের কাছে
কদাচ গৃহ্য হইবে না; যেমন লিপি আছে, যে
কেহ অযোগ্য রূপে পুড়ুর এই কুটী ভোজন করে,
কিম্বা এই পাত্রে পান করে, সে পুড়ুর শরীরের
এবং রক্তের দোষী হইবে।*।

প্র। এই নিয়ম পালন করিবার পূর্বে কি ২ করা উচিত?

উ। মন পাপহইতে দৈশ্বরের পুতি ফিরিয়াছে কি না,
আর খ্রীষ্টের পুতি বিশ্বাস ও প্রেম আছে কি না,
ইত্যাদি বিষয়ে অগ্রে আপনাকে পরীক্ষা করা উচিত।
কারণ শাস্ত্রে লিপি আছে, মনুষ্য অগ্রে আপনার
পরীক্ষা করিয়া অশচাৎ এ কুটী ভোজন করুক ও এ
পাত্রে পান করুক। যে জন অযোগ্য রূপে ভোজন
পান করে, সে পুড়ুর শরীরের বিষয়ে বিবেচনা না
করাতে ভোজন পান করিয়া আপনার দণ্ড জন্মায় †।

* ১ করিন্থীয় ১১; ২৭।

† ২ করিন্থীয় ১১; ২৮, ২৯।

প্র। প্রভুর ভোজনেতে আমরা কি বিশেষ উপদেশ পাই?
 উ। পাপী দীনহীন লোকের নিমিত্তে তিনি স্বর্গহইতে নামিয়া আপনার প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার এই অসংখ্য প্রেম প্রকাশ পায়। আমরা তাঁহার অপূর্ণ অদ্ভুত প্রেম অনায়াসে বিস্মৃত হইব, তাহা তিনি নিশ্চয় জানিলেন; অতএব সেই প্রেম স্মরণার্থে তিনি এই নিয়ম স্থির করিয়া জগতের শেষ পর্যন্ত স্থায়ী করিলেন।

প্রার্থনা।

হে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর, তুমি সর্বজ্ঞ; যেন আমরা আপন ২ পরিভ্রাণের পথ না ভুলি, এই হেতু সকল ধর্মক্রিয়া আমাদেরকে শিক্ষা দিতে পবিত্র আত্মাকে প্রদান কর; তাহাতে তিনি আমাদের অন্তঃকরণে বাস করিয়া আমাদের চেতনা জন্মাইয়া খ্রীষ্টের স্মরণ করিতে প্রবৃত্তি দিবেন। এবং মণ্ডলীর মধ্যে যে ২ নিয়ম তুমি স্থির করিয়াছ, সে সকল যেন আমরা যোগ্য রূপে পালন করি; এবং আমরা আপনাদের পাপ স্বীকার করিয়া খ্রীষ্টের মরণেতে যেন তাহার ক্ষমা যাক্কা করিয়া মার্জনা লাভ হই। ওহে ইশ্বর, তাঁহার অনুগ্রহের দ্বারা আমাদের এই সকল দোষ ধুও, কেননা আমরা আপনাদের নামে যাক্কা করি না, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে এই সকল হউক। আমেন।

৭ সপ্তম অধ্যায় ।

প্রভুর ভোজন বিষয়ক ধ্যান ।

পুথক ধ্যান, ঈশ্বরের প্রেম । ১ যোহন ৩ ; ১ ।

দেখতো পিতা আমাদেরকে কি প্রকার প্রেম প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা প্রভুর এই নিয়মেতেই অতি সুস্পষ্ট রূপ দেখিতে পাই । আহা এ কি আশ্চর্য্য দয়া! দেখ, ঈশ্বর আপন প্রিয় পুত্রকে রক্ষা না করিয়া আমাদের জাণের কারণ সমর্পণ করিলেন । এবং সেই খ্রীষ্টেরই বা কি পর্য্যন্ত প্রেম ! দেখ, দুর্গতিপ্রাপ্ত যে আমরা আমাদের জন্যে তিনি ক্রুশীয় মৃত্যু স্বীকার করিলেন । কেবল তাহা নয়, কিন্তু আপনি মরণাপন্ন হইয়া আমাদেরকে স্মরণ করিয়া আমাদের উপকারার্থে এই নিয়ম স্থির করিলেন, এই প্রকার অদ্ভুত প্রেম জগতের মধ্যে নিতান্তই কখন দেখা যায় নাই ।

খ্রীষ্ট পাপি লোকদের কারণ মরিয়াছেন, এই কথা পাপেতে খেদকারির অন্তঃকরণে যেমন সাস্বনা জন্মায়, তেমন আর কোন কথাই নয় । খ্রীষ্ট কর্তৃক যে পরিজ্ঞান, তাহাতে সাধু ব্যক্তি লক্ষ্য আশ্চর্য্য অনায়াসে দেখিতে পায়; কারণ তাহাতে পাপের শৃঙ্খল আর ঈশ্বরের সহিত মিলন হয় । বরঞ্চ ঐহিক সকল পাপের বিড়ম্বনা-হইতে মুক্তি পাইয়া অবশেষে স্বর্গের সকল সুখের অধিকারী হয় ।

অতএব প্রত্যেক সত্য বিশ্বাসী বলুক, যিনি আমা-
দিগকে ঘোর বিপদহইতে উদ্ধার করিতে আপন পুত্র
পুত্রকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, আমাদের সেই স্বর্গস্থ পিতা
ধন্য; এবং যিনি আপনি আমাদের জন্যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক
ক্রুশীয় যজ্ঞনা স্বীকার করিয়াছেন, সেই যীশু ধন্য । তিনি
আমাদের জন্যে কি করিয়াছেন, ও কি করিতেছেন, ও কি
করিবেন, এই সকল বিবেচনা করিলে আমরা যে তাঁহাকে
প্রেম না করি, এমন কোন মতেই হইতে পারে না ।
আরও দেখ, নরকহইতে আমাদের উদ্ধার করিবার
নিমিত্তে তিনি আপনার প্রাণ দিয়া আমাদের শান্তি
ও সুখ দিয়াছেন । অপরাধেতে ও পাপেতে মৃত আমা-
দিগকে তিনি বাঁচাইয়াছেন । পূর্বে আমরা খ্রীষ্ট ও ঈশ্বর
বর্জিত এবং স্বর্গের অনধিকারী ছিলাম, কিন্তু তিনি
সেই ঘোর বিপদ হুচাইয়া আমাদের সকল প্রকার
মঙ্গল দিয়াছেন । ও হে যীশু, তোমার পবিত্র আত্মাকে
প্রদান কর, তাহাতে আমার মন তোমার উপর নিত্য ২
স্থির হইয়া তোমার বিষয় ধ্যান করিবে, এবং এই
নিয়মেতে তোমার অতুল্য প্রেম প্রকাশদ্বারা আমার
অন্তঃকরণ আদু হইলে আমি আরও অধিক রূপে
তোমার প্রেমে প্রেমী হইব ।

দ্বিতীয় ধ্যান ।

যেরিসিয় ভবিষ্যদ্বক্তার বিলাপ, ১; ১২ ।

“হে এই স্থানের নিকট দিয়া গমনকারি, তোমরা সকলে

অবলোকন কর, এ কি তোমাদের দৃষ্টিতে কিছুই নয়? দেখ, ঈশ্বর আপন পুচণ্ড ক্রোধের দিনে যে দুঃখেতে আমাকে দুঃখিত করিয়াছেন, আমার পুতি কৃত সে দুর্গতির তুল্য কি কোন দুর্গতি হইয়াছে?”

জ্ঞান সিদ্ধ করণার্থে পুভূ যীশু খ্রীষ্ট যে দুঃখ সহিয়াছেন, পুভুর ভোজন সময়ে তাহা ধ্যান করা আমাদের উচিত; কেননা তাঁহার অত্যন্ত দুঃখ আমাদের সকল সুখের মূল। যে দিনে তিনি আমাদের পাপের ফলভোগ করিলেন, সেই দিন পাপের পুতি পরমেশ্বরের পুচণ্ড ক্রোধের দিন ছিল; এবং সে দিন যদি না আসিত, তবে আমাদের পরিজ্ঞানের দিনের উদয় কখন হইত না; এবং “সর্বোপরিষু পরমেশ্বরের পুতি গৌরব ও পৃথিবীতে শান্তি হউক,” এই মত পুকার মঙ্গলধ্বনি স্বর্গদূতের দ্বারা কখন ঘোষণা করা যাইত না। দেখ, তাঁহার সেই দিবস আমাদের পুতি পরমেশ্বরের অমূল্য অনুগৃহের দিন হইয়াছে, কেননা তাহাতে তিনি আমাদের পুতি আপন পুেমের উত্তমতা জানাইয়া দিয়াছেন; কারণ যে কালে আমরা পাপিষ্ঠ ছিলাম, এমন কালে তিনি আমাদের জন্যে মরিলেন। অহো এ কি আশ্চর্য্য পুকরণ! যে দিনে আপন অদ্বিতীয় পুত্রের পুতি ঈশ্বরের পুচণ্ড ক্রোধ হইল, সেই দিনে আমাদের পুতি তাঁহার অপুর্ষ পুেম পুকাশ হইল। দেখ, পাপী দীনহীন যে আমরা, আমাদের বিরুদ্ধে পুজ্বলিত আপন পুচণ্ড ক্রোধকে তিনি আমাদের নিষুল করিয়া পুত্রোতে সফল করিলেন।

অতএব হে প্রিয় লোকেরা, তোমরা তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার দুঃখের বিষয় কি বুঝ? দেখ, যদি মনুষ্যের শাস্তি ক্লেশদায়ক হয়, তবে পরমবুদ্ধের কোপরূপ দণ্ড কত বড় হইবে? অবশ্য তাহাতে যে দুঃখ হয়, সে অতুল্য, কেননা যে দুঃখ পুত্ৰ সহিয়াছেন, তাহার সূচ্য দুঃখ পৃথিবীতে ও নরকের মধ্যে পাওয়া যায় না। সেখানে সকল লোক আপন ২ পাপের ফলভোগ করে, কিন্তু পুত্ৰ যীশু খ্রীষ্ট আপন আশ্রিত সকল লোকের সকল পাপের ফল একত্র করিয়া আপনি ভোগ করিলেন; এবং পরমেশ্বর পাপের নিমিত্তে আমাদের পুত্ৰকে জনের পুত্রি যে ক্রোধের ষিপি ঢালিয়া দিতেন, সেই সকল একত্র করিয়া একেবারে খ্রীষ্টের উপরে ঢালিয়া দিলেন। এবং প্রিয় জ্ঞানকর্তার কি পর্য্যন্ত পেম ও ঈর্ষ্যা, তাহা দেখ; আকাশে ঘোর অন্ধকারময় মেঘহইতে পরমেশ্বরের যে ক্রোধ নির্গত হইল, তাহা তিনি সাহসপূর্ষক স্থিরদৃষ্টি করিয়া গৃহণ করিলেন; কিন্তু যাবৎ তাহার শেষ বিন্দুমাত্র গৃহণ না হইল, তাবৎ স্থির হইয়া রহিলেন; পরে 'সমাপ্ত হইল', এই কথা বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

হে প্রিয় খ্রীষ্টীয়ান বন্ধু বান্ধবেরা, তাঁহার এই মত শোক ব্যথা ইত্যাদি হইল কেন? কেবল আমাদের জন্যে, কেননা তিনি আমাদের প্রতিনিধি হওয়াতে আমাদের পাপের ফল তাঁহার উপর আরোপিত হইল, এবং তাঁহার সঞ্চিত পুণ্য আমাদের অধিক্ত

হইল। অপর যে দুঃখ ও ব্যথা আমাদেরিগকে সহিতে হইত, সেই দুঃখ ও সেই ব্যথা তিনি সহিলেন; তাঁহাতে 'তিনি আমাদের দুর্ভাগতা সকল ধারণ করিলেন, ও আমাদের ব্যাধি সকল লইলেন,' এই শাস্ত্রোক্তি সফল হইল। তবে যাহার মন এ কথাতে গলিয়া না যায়, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে? এই দয়ার কথা আমরা কি প্রেম রহিত হইয়া শুনিতে পারি? দেখ, তাঁহার মরণ সময়ে যখন তিনি ক্রুশেতে তাঁহান গিয়াছিলেন, তখন বিহুদীয় লোকেরা তাঁহাকে ব্যঙ্গ বিজ্ঞপ করিল, এবং পথগামি লোকেরা 'যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে ক্রুশহইতে নাম,' মন্তক লাড়িয়া এই প্রকার উপহাস করিল। আরও যখন তিনি গেৎশিম্যানি নামক বাগানেতে অসংখ্য কথা প্রযুক্ত মহাকাভর হইয়া রক্তের ন্যায় ঘর্মান্ত হইলেন, তখন তাঁহার তিন জন শিষ্য তিন বার নিদ্রা গেল; কিন্তু দেখ, আমাদের পরিভ্রাণের যে ২ ব্যথা ছিল, তাঁহার জয়যুক্ত প্রেম সে সকলকে নষ্ট করিয়া জয়ী হইয়া উঠিল। তবে প্রত্যেক লোকে বলুক, হে যীশু, তোমার প্রেমরূপ রক্তে আমাকে বদ্ধ করিয়া আপনার প্রেমের পেমী করিয়া আপনার নিকটে রাখ।

তৃতীয় ধ্যান।

লুক ২২; ৪৪।

পরে তিনি যজ্ঞগাভে ব্যাকুল হইয়া আরও দৃঢ় রূপে

প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে রক্তের বড় ফোঁটার ন্যায় তাঁহার ঘর্ম ভূমিতে পড়িতে লাগিল।

সম্মতি আমরা গেৎশিমানি নামে বাগানেতে প্রভুর যত্ননা ভোগ দেখিতে নিমন্ত্রিত আছি; তবে আইস, হে খ্রীষ্টীয়ান বন্ধুরা, আমরা এই অদ্ভুত দর্শন দেখিতে যাই। যিনি তোমাদের ভারেতে কঁকাইতেছেন, ও তোমাদের অপরাধেতে রক্তপাত করিতেছেন, তিনিই তোমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বর। যিনি সেই যত্ননাতে বিমগ্ন ও রক্তপাতযুক্ত, তাঁহার প্রতি অবলোকন কর। যে রাজ্রিতে তিনি এত দুঃখ সহিলেন, সেই রাজ্রিতে অস্তি-শয় শীত ছিল; সে এমন দারুণ শীত, যে পুধান যাজকদের ভৃত্যেরা কয়লার অধি করিয়া তাপ লইতেছিল। এমন রাজ্রিতে সেই দয়ালু যীশু আমাদের পাপ-প্রযুক্ত আত্মান্তিক বেদনাগুস্ত হইলেন। ইহার বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রে লিপি আছে, যে আমাদের অপরাধ প্রযুক্ত তিনি ষৎপরোনাস্তি যাতনা পাইলেন, এবং তাঁহার ধন্য শরীরের পুত্যেক লোমকূপহইতে রক্ত বাহির হইয়া শীত প্রযুক্ত জমা হইয়া বড় ২ ফোঁটা টম্-টম্ করিয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিল। আইস, ভাই সকল, এমন দুর্দশাগুস্ত আমাদের পুভুকে দেখি। দেখ, তিনি আপনা আপনি আমাদের পাপের নিমিত্তে দুষ্কা-যন্ত্রের ন্যায় ঈশ্বরের কোপে পেষিত হইলেন, এবং জগতের অপরাধের ফলভোগ করিতে রক্তেতে ও শো-কেতে ডুবিত হইলেন।

পাপ পুণ্ড্রমত মানুষকে ঘর্ষাক্ত করিল, কিন্তু নিরপ-
রাধী যীশু যখন পাপের শাস্তি ভোগ করিতে গেলেন,
তখন সে তাঁহাকে ঘর্ষের ন্যায় রক্তাক্ত করিল। অতএব
আমাদের এই প্রার্থনা করা উচিত, যে ওহে ধন্য পিত্র
ত্রাণকর্তা যীশু, গেৎশিম্যানি নামে বাগানেতে তোমার
যজ্ঞধার বিষয় যেন আমাদের মধ্যে পুতি দিন চিহ্নিত
হয়, এবং আমরা যেন সেই যজ্ঞধার ফল দৃঢ় বিশ্বাসের
দ্বারা পূর্ণ হই।

আহা, তাঁহার যজ্ঞধা ও দয়া ও করুণা ইত্যাদির সীমা
কে আমরা দিগকে দেখাইতে পারে? কেননা সে সর্ব
প্রকারে অকথ্য ও বুদ্ধির অগম্য। দেখ, ধর্মগুরু
এক জন রচনাকারী যে মণি, তিনি এই মত লিখেন,
যে তৎকালে খ্রীষ্ট শোকাকুল ও অত্যন্ত ব্যথিত
হওয়াতে মৃত্যু যজ্ঞধার ন্যায় তাঁহার প্রাণের অত্যন্ত
যজ্ঞধা হইল। এবং মার্কও কহেন, যে তিনি অত্যন্ত
ত্রাসযুক্ত ও ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, মৃত্যুকালের
ন্যায় আমার প্রাণ অতিশয় দুঃখিত হইতেছে। এবং
লুক কহেন, তিনি অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া রক্তাক্ত
হইলেন। অতএব সম্মুতি পূর্বোক্ত কথার বিবে-
চনার দ্বারা বিশ্বাস পাইয়া জিজ্ঞাসা করি, এই সকল
হইল কেন? না আমাদের রক্তের জন্যে। কেননা
যখন তিনি প্রেম প্রযুক্ত স্বেচ্ছাপূর্বক আমাদের জামীন-
দার হইলেন, তখন পরমেশ্বর আমাদের পাপের
সকল ফল তাঁহাতে বর্তাইলেন, এবং তাঁহার উপযুক্ত

শান্তি তাঁহাকে দিলেন। অতএব সমুদায় জগৎকে ঘোর নরকে মগ্ন করিবে যে ঈশ্বরের কোথ, তাহার ভার তাঁহার উপরে পতিত হওয়াতে তিনি ঐমত শোকাকুল হইলেন। তবে দেখ, আমাদের নিমিত্তে যিনি এই মত দুঃখগুস্ত হইলেন, তাঁহার বৃত্তান্ত শুনিয়া আমরা কি খেদ রহিত হইব? আহা যাঁহার মৃত্যুতে আকাশের দীপক চন্দ্র সূর্যাদি অন্ধকারাবৃত হইল, ও যাঁহার চোঁচানেতে পর্ষত সকল ফাটিয়া গেল ও পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, ও যাঁহার মরণেতে সকল সৃষ্টিই খেদাপন্ন হইল, তাঁহার এই প্রকার মরণে মনুষ্য যে আমরা, আমাদের মন কি কঠিন থাকিবে? এবং তাঁহার বিষয় আমরা কি সজল চক্ষু ব্যতিরেক ধ্যান করিতে পারিব? যাহাতে পর্ষত ফাটিয়া গেল, তাহাতে আমাদের অন্তঃকরণ কি দুব হইবে না? ওহে যীশু, এমন যেন না হয়; ওহে জ্ঞানকর্তা, আপন প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া পবিত্র আত্মাকে প্রদান কর; আমরা সকলে যাঁহাকে পাপরূপ বড়শা দিয়া বিক্রিয়াছি, তাঁহার প্রতি যেন অবলোকন করি। যেমন কেহ এক পুত্রের পিতা হইয়া তাহার মরণ বিষয়ে শোক করে, তেমনি আমরা যেন তাঁহার মরণ বিষয়ে শোক করি; এবং প্রথমজাত পুত্রের মরণ বিষয়ে যেমন কেহ তিক্তমনা হয়, তেমনি আমরাও যেন তাঁহার মরণ বিষয়ে তিক্তমনা হই।

চতুর্থ ধ্যান।

লুক ১৩ ; ৩৩।

মাখাকুলি নামক স্থানেতে উপস্থিত হইয়া তাহার তাঁহাকে ক্রুশেতে বিদ্ধ করিল, এবং দুই অপরাধির এক জনকে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে, আর জনকে বাম পার্শ্বে ক্রুশে বিদ্ধ করিল।

পাপের পুত্তি পরমেশ্বরের আত্যন্তিক যে ক্রোধ, তাহার প্রমাণ যদি আমরা দেখিতে চাই, তবে কাল্বরি (মাখাকুলি) নামে পর্ষতে যাইতে হয়, কেননা সেখানে জীবনের রাজা যে খ্রীষ্ট, তিনি পাপের নিমিত্তে কোঁকাইলেন, ও তাহার ফলভোগ করিয়া রক্তপাত পুর্ষক প্রাণত্যাগ করিলেন। পাপের নিমিত্তে স্বর্গদূতের স্বর্গ-হইতে বহিষ্করণ, আর এদন্ বাগানহইতে আদম্কে দূরী করণ, এবং পৃথিবীকে জলপ্লাবন করণ, ও সিদো-মাদি সহরকে সগন্ধক অধিবৃষ্টিদ্বারা দগ্ধ করণ, ইত্যাদি নানা প্রকার ক্রিয়াতেও ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশ পায় বটে; কিন্তু যখন তিনি আপন প্রিয়তম পুত্রকে পাপের নিমিত্তে মরিতে দিলেন, তখন পাপের পুত্তি তাঁহার যে অতি বড় ক্রোধ, তাহা অন্য সকল প্রমাণ হইতেও অধিক রূপে স্পষ্ট প্রকাশ পাইল। নির্দয় যিহুদী লোকেরা তাঁহার সেই পুত্রকে গেৎশিমানি নামে বাগানে চোর ধরিবার মত লাঠি ও খড়্গ লইয়া ধরিতে যায়, এবং আত্যন্তিক অপরাধির ন্যায় তাহাকে যিহু-

শালম্ মহরের রাস্তায় ২ টানিয়া লইয়া ক্রুশেতে টাঙ্গাইল ও রক্তপাতযুক্ত করিল। এই দূরবস্থাগ্ৰস্ত তাঁহাকে দেখিয়া আইস, আমরা এই রূপ বিবেচনা করি, যে আমাদের কাছে এই প্রকার লজ্জা ও যাতনা ও ক্লেশকর মৃত্যু এবং নরকীয় অনন্ত যন্ত্রণা সহিতে হইত, কিন্তু তিনি দয়ালু হইয়া আমাদের পরিবর্তে তাহা ভোগ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার ধন্য কপোল বিধা গেল, কেননা তাহার কাঁটার মুকুট নির্মাণ করিয়া তাঁহার মস্তকে দিল; তৎকালে তাঁহার মুখ অন্য লোকদের মুখ অপেক্ষা ও তাঁহার আকৃতি মনুষ্যদের সন্তানদের আকৃতি অপেক্ষা এমন বিষন্ন হইল, যে তাঁহাকে দেখিয়া অনেক লোক চমৎকৃত হইল*। পরন্তু তিনি প্রহারকদিগকে আপন পৃষ্ঠ ও শ্রীক উৎপাটকদিগকে আপন গাল পাতিয়া দিলেন, এবং লজ্জা ও ধুখুহইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিলেন না†। অপর প্রেক্ষারা তাঁহার হাত পা ক্রুশ কাঠেতে বিধা গেল। সেই ক্রুশীয় মৃত্যু অতি বড় ব্যথাদায়ক ছিল; কারণ ক্রুশ কাঠের উপরে তাঁহার শরীর বিস্তার করিয়া হাত পা প্রেক্ষা দিয়া বিক্লি; পরে তাঁহাকে প্রেক্ষের দ্বারা দৃঢ় রূপে বন্ধ করিয়া সেই ক্রুশকে উর্ধ্বে উঠাইয়া রাখিল, তাহাতে তাঁহার সকল শরীর লড়চড় হওয়াতে ও প্রেক্ষাবদ্ধ সকল স্থানে বড় ২ ছিদ্র হওয়াতে রক্তের ধারা বাহ্য রূপে পড়িতে লাগিল;

* যিশয়িয় ৫২ : ১৪ ।

† যিশয়িয় ৫০ : ৬ ।

ইহাতে তাঁহার বেদনা কত বড় হইল, ইহা বিবেচনা করা উচিত। এই প্রকারে রক্তপাত হইতে ২ ক্রমে ২ তাঁহার বলের হ্রাস হইতে লাগিল, এবং নানা প্রকার অকথ্য যন্ত্রণা পাইতে ২ যাবৎ তাঁহার প্রাণত্যাগ না হইল, তাবৎ ক্রুশের উপর তিনি টাঙ্গান রহিলেন।

অপর সেই ক্রুশীয় মৃত্যু বড় লজ্জাজনকও ছিল, কেননা সে কেবল দাসাদি অত্যন্ত নীচ অপরাধির নিমিত্তে নিয়মিত ছিল। দেখ, যে কেহ ক্রুশে বিদ্ধ হয়, তাহার লজ্জা জন্মাইবার নিমিত্তে সকলের সাক্ষাতে তাঁহার বস্ত্র খসাইয়া লয়, এবং সে যে স্বর্গের ও পৃথিবীরও অযোগ্য পাত্র, তাহা জানাইবার নিমিত্তে ও তাহাকে সকলের হাস্য-মদ করিবার জন্যে মরণকালে তাহাকে শূন্যে উঠায়। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিরপরাধী হইলেও এমন ক্রেশ ও লজ্জাজনক ক্রুশযন্ত্রেতে হত হইলেন, কেবল তাহা নয়; লোক সকল যেন তাঁহাকে অতিশয় অপরাধী বোধ করে, এই জন্যে তাহার। তাঁহাকে দুই হত্যাকারির মধ্যে রাখিয়া ক্রুশেতে বধ করিল। অপর সেই ক্রুশীয় মৃত্যু অভিশাপযুক্তও ছিল, যেমন লিপি আছে, যে জন বৃক্ষের উপরে টাঙ্গান যায়, সে শাপগুস্ত। যাহারা এই মৃত্যু সহিয়াছিল, তাহার। সকলে ঈশ্বরের অসন্তোষকারক এবং তাঁহার অভিশাপের অধীন, ইহা বিচারকর্তারা জানিয়া তাহাদিগকে ঐ ক্রেশ-কর মৃত্যু ভোগ করিতে সমর্পণ করিত। অতএব খ্রীষ্ট যখন আমাদের পাপের ফল ভোগ করিলেন, তখন আমাদের পরিবর্তে অভিশাপের ফল ভোগ করিলেন।

প্রার্থনা।

ওহে ধন্য বীণ, তোমার এই সকল ক্রিয়াতে আমরা কি বলিব? আপনি আমাদের জন্যে ক্রুশীয় লজ্জাকে ভুঙ্ক করিয়া তাহার দুঃখ সহিষ্ণুতা করিলেন, এ কি পর্য্যন্ত অনুগ্রহ ও অক্ষুত দয়া! হে পাপি সকল, তাঁহার হাত ও পা এবং কাঁকাইলহইতে বহুমূল্য রক্তের ধারা বহিতেছে। দেখ, কেবল তোমাদের জন্যে রক্তের এই স্রোত বহিতেছে, এবং তিনি তোমাদেরই জন্যে কোড়া ভোগ করিলেন ও তোমাদেরই জন্যে কাঁটার মুকুট ধারণ করিলেন। তোমাদেরই জন্যে ক্রুশীয় লজ্জা ও শাপ ও যন্ত্রণা ইত্যাদি ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তবে দেখেদেখি, তিনি আমাদের অশেষ নরকের দুঃখহইতে উঠাইয়া স্বর্গের অনন্ত সুখে লইয়া যাইতে আপনার হস্ত বিস্তার করিয়াছেন। অতএব আইস, আমরা সকলে প্রিয় জ্ঞানকর্তার নিকটে যাই; তাঁহার ক্রুশের তলে আমরা এই দুই শিক্ষা পাইতে পারি, প্রথমে যে তাঁহার প্রতি প্রেম করা ও তাঁহার আজ্ঞাবহ হওয়া আমাদের উচিত; দ্বিতীয় যে তাঁহার প্রহারক পাপ সাহসপূর্ষক নয় করা উচিত। ওহে ধন্য জ্ঞানকর্তা, তোমার প্রহারক যে আমাদের পাপ, তাহাকে অন্তঃকরণহইতে বাহির করিয়া তোমার সম্মুখে রাখিয়া নাশ করিতে আমাদের সহায়তা কর; এবং যে সকল পাপ তোমাকে এত ক্লেশ দিয়াছে, তাহার মধ্যে একের প্রতিও যেন আমাদের দয়া না থাকে।

৫ পঞ্চম ধ্যান ।

সুলেমানের পরমগীত ২ ; ৩ ।

বন বৃক্ষের মধ্যে যেমন জামীর বৃক্ষ, তেমনি যুবাদের মধ্যে আমার পুত্র। আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাহার ছায়ায় বসিলাম, ও তাহার ফল আমার মুখে মিষ্ট লাগিল ।

ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে প্রেমজনক নানা উপাধিতে দেখান যায় ; কখন ২ তিনি মেঘপালক রূপে বিখ্যাত হন, এবং সেই ব্যবসায়তে তাঁহার দয়ারূপ সাবধানতার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বক্তারা এই মত লিখিয়াছে, যে তিনি মেঘপালের মত আপন পাল চরাইবেন, ও তাহার শাবকদিগকে স্বহস্তে সংগৃহ করিয়া বক্ষুঙ্কলে বহিবেন, ও তাহার দুঃখদায়িনি মাতাদিগকে ধীরে ২ লইয়া যাইবেন * । আর অন্য ২ সময়ে কোন মহারাজ যেমন আপনার শত্রুদের উপরে জয়ী হইয়া আপন পুত্র লোকদের প্রতি আপনাকে দেখাইবার কারণ পঞ্চ সকল পরিষ্কার করিয়া গুলিয়া দেয়, তদ্রূপ তিনিও দৃষ্ট হন ।

সম্মতি যে শাস্ত্রের কথা বিস্তার করা যাইতেছে, তাহাতে তাহার শাখার নীচে সন্তুষ্ট লোকেরা স্নিগ্ধছায়া ও মিষ্ট ফল পায়, এমত জামীর বৃক্ষের সহিত তাঁহার তুলনা আছে ; অতএব এই সকল স্তম্ভরূপে দেখাইবার জন্যে আমরা এইরূপে জামীর বৃক্ষের সহিত খ্রীষ্টের তুলনা কি

* যিশিয় ৪০ ; ১১ ।

রূপে হয়? আর তাঁহার স্নিগ্ধছায়াই বা কি রূপ? এবং তাঁহার স্নিগ্ধ ফলই বা কেমন? এবং তাহা পাইবার নিমিত্তে আমাদের কি কর্তব্য? এই চারি বিষয় ক্রমে ২ দেখাইতেছি।

১। জামীর বৃক্ষের সহিত খ্রীষ্টের তুলনাকি রূপে হয়? যেমন বন্য বৃক্ষ সকলের মধ্যে জামীর বৃক্ষ প্রশংসনীয়, শুদ্ধপ মনুষ্যই হউক কিম্বা স্বর্গীয় দূতই বা হউক, খ্রীষ্ট সকলহইতে শ্রেষ্ঠ; কেননা স্বর্গে পরমেশ্বরের সহিত কে উপমা ধরিতে পারে? ও বলবান লোকদের সম্মানদের মধ্যে পরমেশ্বরের তুল্য বা কে আছে? যেমন সকল বন্য বৃক্ষের সহিত জামীর বৃক্ষের তুলনা দেওয়া, তেমনি স্বর্গের সহিত খ্রীষ্টের তুলনা দেওয়াতে কি হয়? তিনি দশ সহস্রের মধ্যে প্রিয়, এবং সর্বতোভাবে প্রধান; আর স্বর্গেতে তাঁহার সিংহাসনের চতুর্দিকে স্থিত যে কোটি ২ দূত ও তেজঃপুঞ্জ ধাৰ্মিক লোক, তাহারা সকলে কেবল তাঁহার সেবকমাত্র। এবং नीচে চন্দ্র সূর্য্য আদি স্বাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত সকলি তাঁহার সৃষ্ট বস্তু। তিনি পিতা পরমেশ্বরের মহিমার তেজ ও তাঁহার মূর্ত্তিস্বরূপ; তাঁহার নাম আশ্চর্য্য ও মজ্জী, ও বলবান ঈশ্বর ও অনন্তকালীয় পিতা, ও শান্তিরূপ রাজা।

২। খ্রীষ্টের আশ্রয় বিষয়ক কথা এই রূপে কহা যাইতেছে। পূর্বে বৃক্ষের সহিত খ্রীষ্টের তুলনা ছিল, তাহাতে ছায়া ও ফলদাতৃত্ব এই দুই গুণ পাওয়া গেল।

ছায়ার গুণ উক্ত গুণ লোকদিগকে স্নিগ্ধ করণ; এবং খ্রীষ্ট

ঈশ্বরের ক্রোধ নিবারণের নিমিত্তে এমন ছায়ার মত আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছেন। নিজ ২ পাপেতে খেদকারি পাপিলোকদিগকে ঈশ্বরের ক্রোধ উত্তপ্ত করে; পাপের প্রতি পরমেশ্বরের কোপানল সূর্যের তাপের ন্যায় সন্তাপকারী হয়। দেখ, জগতের মধ্যে সূর্য আলোর ও গ্রীষ্মের আকর হওয়াতে সামান্যতঃ সকলের উপকারী বটে, তথাপি কখন ২ প্রচণ্ড রৌদ্রদ্বারা সন্তাপজনক হয়; তেমনি যদিপি পরমেশ্বরের করুণাতে জগৎ পরিপূর্ণ আছে, তথাপি সেই দয়ালু পরমেশ্বরের ক্রোধ পাপি লোকের বিরুদ্ধে প্রকাশমান হয়। শাস্ত্রের মধ্যে ভাঙ্গকারী অগ্নি এবং ছলন্ত অগ্নিকুণ্ডের সহিত সেই ক্রোধের তুলনা হয়; অতএব পরমেশ্বরের ক্রোধ অতিশয় ভয়ঙ্কর। এই জন্যে পাপ বিষয়ক জ্ঞান, ও শয়তানের অধিরূপ বাণ, এবং ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধের কিরণ, এই তিন একত্র হইয়া যখন অন্তঃকরণে উপস্থিত হয়, তখন মনের মধ্যে কত ক্লেশ ও ভয় ও বেদনা জন্মে; এই প্রকার আন্তরিক দুঃখ নিবারণকারি ছায়া লোকেরা তাবৎ জগতে পাইতে পারে না। যে মানুষ পাপের নিমিত্তে ঈশ্বরের ক্রোধে ঝলসিয়া যায়, তাহাকে স্নিহ্ব করণার্থে জগতের মধ্যে কি উপায় পাওয়া যায়? এমন ব্যক্তি ঐহিকের উপায়েতে স্বাস্থ্য না পাইয়া পারমার্থিক উপায়ের চেষ্টাতে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। যদিপি সে আন্তরিক ভয়াদি দূর করিবার নিমিত্তে সামান্যিক সুখ ও তামানাদিতে মগ্ন হয়, তথাপি সে সকল কেবল আক্ষি

খাওয়ার ন্যায়; তাহাতে সে শাস্ত হয় না, বরং পশ্চাৎ সেই ভয়াদিতে প্রতুলিত হইয়া উঠিবে। তবে এমন দীনহীন দুর্দশাগুস্ত লোকের নিমিত্তে কি কোন উপায় নাই? হাঁ, অবশ্য আছে, ধন্য পরমেশ্বরের নাম, খ্রীষ্ট তাহাদের আশ্রয় ও ছায়াস্বরূপ; অতএব সকল লোক তাহার নিকটে আইসুক, কেননা পরমেশ্বরের ক্রোধ ও পাপি লোক এ উভয়ের মধ্যে কেবল তিনিই ব্যবধান আছেন। কোন উদ্ভাপিত ও ক্রিষ্ট পশ্চিক বিশ্ণুমার্গে বৃক্ষের ছায়ার আশ্রিত হইলে যেমন সেই বৃক্ষের বিস্তীর্ণ শাখা পল্লবাদি তাহাকে সূর্যের প্রচণ্ড রৌদ্রহইতে আচ্ছাদন করিয়া স্নিগ্ধ করে, তেমনি আমাদের দয়ালু পুত্ৰ খ্রীষ্ট পরমেশ্বরের ক্রোধরূপ সূর্যের উদ্ভাপহইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া সম্পূর্ণরূপে স্নিগ্ধ ছায়াস্বরূপ হইয়াছেন। কেবল তাহাতেই পাপিলোকের বিশ্রাম ও শাস্ত্রনা পাওয়া যায়। শাস্ত্রে বলে, বাহারা খ্রীষ্টের বহির্ভূত, তাহাদের মধ্যে পরমবুদ্ধ ভাস্করী অধির ন্যায় আছেন। কিন্তু খ্রীষ্ট আপন বিশ্বাসকারীদের আশ্রয়; কেননা তিনি আমাদের প্রতিনিধি হইয়া আমাদের পরিবর্তে পরমেশ্বরের কোপানল দণ্ড সহিয়াছেন, আমাদের পাপ সকল তাহার উপরে আরোপন করা গেল, তিনি তাহার ফল সকল সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিয়াছেন; ঈশ্বরের অভিশাপহইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে তিনি আপনি শাপগুস্ত হইলেন, এইরূপে তিনি আমাদের আশ্রয় আছেন। আরও তিনি এই ক্রিয়াতে আমা-

দিগকে শয়তানের দৌরাভ্যাহইতেও রক্ষা করেন। ধর্ম শাস্ত্রে শয়তানের পরীক্ষাদিকে অধিবাণ করিয়া বলে, সেই সকল নিবারণার্থে খ্রীষ্টেতে পুতায়স্বরূপ যে ঢাল, তাহা ধারণ করিতে হয়। এবং জগতের ক্লেশরূপ উক্তাপহইতে আচ্ছাদন করিতে খ্রীষ্ট একটি উত্তম ছায়া আছেন। তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, এই জগতে তোমাদের ক্লেশ ঘটিবে, তথাচ সাহস কর, যেহেতুক আমি জগৎকে জয় করিয়াছি। তিনি সূর্য্য, ও ঢালস্বরূপ, তিনি অনুগৃহ ও বিভব পুদান করিবেন, এবং সরল পথাবলম্বিদের কোন মঙ্গলের অভাব করিবেন না।

৩। ছায়ার বিষয় সৎক্ষেপে কহিয়া এই ক্ষণে জামীর বৃক্ষের ফলের বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে।

খ্রীষ্টহইতে যে সকল লাভ হয়, তাহার বর্ণনা কেহ বিশেষরূপে করিতে পারে না; কিন্তু সামান্য রূপে কিছু ২ বলা যায়। ইহকালে ও পরকালে যে সকল মঙ্গল হয়, সে সকল কেবল খ্রীষ্টহইতে নির্গত হয়; এই নিমিত্তে তাঁহার আশ্রিত লোকের বিষয়ে শাস্ত্রে কথিত আছে, যে সকলই তাহাদের, এবং তাহারা খ্রীষ্টের, ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরের। ইহা বুঝিয়া দেখ, পাপেতে যে সকল মঙ্গল অধিকার হারাইয়াছি, সেই সকল অধিকার আমরাদিগকে পুনরায় দিবার নিমিত্তে খ্রীষ্ট আইলেন। তিনি ধর্মশাস্ত্রে জীবনরূপ বৃক্ষ খ্যাত আছেন; সেই বৃক্ষের গুণের কথা এই, যে দ্বাদশ প্রকার ফল-দায়ক হইয়া প্রতি মাসে এক ২ ফলেতে ফলবান হয়,

এবং তাহার পত্রদ্বারা দেশীয় লোকদের সুস্থতা জন্মে। এই উপমাতে খ্রীষ্টের গুণ যে পাপের নানাবিধ পীড়ার শান্তিকারক, ইহা স্পষ্টরূপে দেখা যায়। সেই জীবনদায়ক বৃক্ষের ফলের মধ্যে কিছু বলি।

১। তাহার প্রথম ফল পাপের মার্জনা। পাপ সকল বিপদের মূল, এবং মনুষ্য বংশেতে যত বিড়ম্বনা হইতেছে, সকলই পাপহইতে জন্মিয়াছে। পাপদ্বারা ঈশ্বরের ও আমাদের মধ্যে এমন বিপাকতা জন্মিয়াছে, যে তাঁহার অধিতীয় পুত্রের রক্তপাত পূর্ষক প্রাণত্যাগ ব্যতিরেকে তাহার মোচন হয় না; কিন্তু ধন্য সেই যীশু, কেননা তিনি আমাদের জন্যে আসিয়া সেই দুষ্কর ক্রিয়া সিদ্ধ করিয়াছেন, এবং তাঁহাতে বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের উপায় করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে আন্তরিক কি বাহ্য কি অস্বরণীয় কিম্বা অস্বরণীয়, যে প্রকার পাপ হউক না কেন, সে সকলের মোচন খ্রীষ্টেতে পাওয়া যায়; কেননা সকলের মার্জনা তাঁহার ক্লেষকর মৃত্যুর দ্বারা উপাধিক্ত ছিল। শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই, তাঁহার রক্তদ্বারা আমরা পরিভ্রাণ অর্থাৎ পাপমোচন প্রাপ্ত হইয়াছি*। অতএব পাপ সত্য বিশ্বাসির বিরুদ্ধে বিচারস্থলে কখন সাক্ষ্য দিতে পারিবে না, কেননা খ্রীষ্টের রক্ত সকল পাপহইতে পরিস্কার করে, এবং যাহারা খ্রীষ্টের আশ্রিত আছে, তাহাদিগেতে দোষ বর্তিবে না। তবে বল দেখি, এ কেমন অমৃত ফল!

সাহার দ্বারা বিনামূল্যে ও সম্পূর্ণরূপে সকল পাপের অনন্তকালস্থায়ী মার্জনা হয়। ও হে অপরাধি সকল, আইস, এই মিস্ট ফল পাওনার্থে খ্রীষ্টের নিকট যাই। এবং দেখ দেখি, এই পাপমার্জনাকরণ অতুল্য ফলের সহিত জগতের সমস্ত রাজ্যের ও তাহার সকল ঐশ্বর্যের তুলনা করিলে কেমন তুচ্ছ বোধ হয়। তবে আইস, প্রার্থনাদ্বারা এই পরম রত্ন লাভের জন্যে খ্রীষ্টের নিকটে যাই। আমাদের সাহস জন্মাইবার নিমিত্তে ধর্মগুণ্ঠে এই সাস্বনাদায়ক লিপি আছে, হে মনুষ্য ভাই সকল, এই তোমাদিগের গোচর হউক, যে তাঁহার দ্বারা পাপের ক্ষমা তোমাদের প্রতি প্রচার হইতেছে। এবং তোমরা যেহেতু দোষহইতে মুক্ত হইতে পার না, সে সকল দোষহইতে এই ব্যক্তিতে প্রত্যেক বিশ্বাসকারী মুক্ত হইতে পারে †।

২। দ্বিতীয় ফল ঈশ্বরের সহিত মিলন। পাপির শত্রু যে ঈশ্বর, তিনি খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসকারি সকলের বন্ধু হন। যীশু ঈশ্বরের সহিত পাপিলোকের মিলনকর্তা হইয়াছেন; কারণ সাহাতে উভয়ের বিবাদ হয় এমন যে পাপ, তাহাকে তিনি স্বশরীর প্রায়শ্চিত্তদ্বারা দূর করিয়াছেন, অন্তএব যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, ঈশ্বরের সহিত তাহাদের মিলন হয়। এই ফল ধর্মপুস্তকের মধ্যে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। যথা 'বিশ্বাসদ্বারা পুণ্যবান গণিত হওয়াতে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা

আমাদের মিলন হইয়াছে *। অতএব বিশ্বাসি ব্যক্তি বলিতে পারে, হে পরমেশ্বর, আমি তোমার ধন্যবাদ করি, যদ্যপি তুমি আমার প্রতি ক্রোধ করিয়াছিল, তথাপি এখন তোমার ক্রোধ আমাহইতে ফিরিল ও তুমি আমাকে শান্ত করিতেছ। এই যে সম্মিলনের অনুগৃহ, সে কি পর্য্যন্ত বহুমূল্য! যখন মিলনকর্তা প্রভুর জন্ম হইয়াছিল, তখন বহু স্বর্গীয় দূত দর্শন দিয়া বলিল, সর্বোপরিহু ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হউক, ও পৃথিবীর শান্তি ও মনুষ্যদের মঙ্গল হউক। খ্রীষ্টের অবতার ও মরণদ্বারা স্বর্গে ও পৃথিবীতে সন্ধি হইল, কেবল তাহা নয়; কিন্তু মনুষ্যেতে ও ঈশ্বরেতে পরস্পর বন্ধুতা হইল, এই নিমিত্তে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসি পাপি লোকের প্রতি ঈশ্বর আর কোপ দৃষ্টি না করিয়া পুসন্ন-বদন হইলেন।

৩। তৃতীয় ফল পোষ্যপুত্রত্ব প্রাপ্তি। আমরা সকলে স্বভাবতঃ ঈশ্বরীয় কোপের পাত্র হইয়াছি, কিন্তু খ্রীষ্টকে আশ্রয় করিলে ঈশ্বরের পোষ্যপুত্রের পদ পাই। ইহা স্পষ্ট রূপে লিখিত আছে, যথা, যত লোক তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল, অর্থাৎ তাঁহার নামে বিশ্বাস করিল, তাহাদিগকে তিনি ঈশ্বরের পুত্র হওনের অধিকার দিলেন *। এ কি পর্য্যন্ত অনুগৃহ! দেখ, পাপী ও দুরাচার যে আমরা, আমাদের কেবল পাপ ক্ষমাই হয়, এমন নয়, কিন্তু

* রোম ৫; ১।

* যোহন ১; ১২।

আমরা ঈশ্বরের পরিজনের মধ্যে গণ্যও হই। অতএব শাস্ত্রে বলে, দেখ, আমরা ঈশ্বরের পুত্ররূপে বিখ্যাত হইতেছি; ইহাতে পিতা আমাদেরকে কেমন প্রেম প্রদান করিয়াছেন। এবং যদি পুত্র হই, তবেই অধিকারীও হই, অর্থাৎ ঈশ্বরের বিষয়ের অধিকারী হই। ঈশ্বরের প্রিয় পাত্রদের জন্যে স্বর্গেতে যে এক অক্ষয় অধিকার আছে, তাহা তিনি উপযুক্ত কালে তাহাদের প্রত্যেক জনকে দিবেন। সে অধিকারকে তিনি অতি সুরক্ষিত স্থানে রাখিয়াছেন, এবং তাহারাও তাহার প্রাপ্তি পর্য্যন্ত প্রত্যয়দ্বারা ঈশ্বরের শক্তিতে রক্ষিত হইয়াছে।

৪। চতুর্থ ফল মনের পবিত্রতা। আমাদের অন্তঃকরণ পাপেতেই অশুদ্ধ হয়, এবং পাপ তাহাতে কর্তৃত্ব করে; কিন্তু খ্রীষ্ট তাহার কুভাবনা দমন করিয়া পাপকে জয়ী হইতে দেন না; অতএব খ্রীষ্টাশ্রিত লোক পাপহইতে খ্রীষ্টদ্বারা পবিত্র হয়। শাস্ত্রোক্ত এই, পুত্রে যীশুর নামে পুণ্যবান গণিত হইয়া ঈশ্বরের আত্মাদ্বারা তোমরা ধোঁত হইয়া পবিত্রীকৃত হইয়াছ। অহো আমাদের পুত্রে বিচারকর্তা, আমাদের পাপের জন্যে তিনি আপন প্রাণ পর্য্যন্ত দিলেন, ইহা পাপত্যাগের কেমন প্রবৃ্ত্তি-দায়ী বিষয়।

৫। মৃত্যুর জয়, খ্রীষ্টের মরণের এক ফল হইয়াছে। কারণ এই রূপ শাস্ত্রেতে আছে, যখন, সন্তানেরা রক্তমাংস বিশিষ্ট হওয়াতে মৃত্যু শক্তির নিদান যে শয়তান, তাহাকে মৃত্যুদ্বারা দমন করিতে এবং মৃত্যুভয়েতে যাবজ্জীবন বন্ধন-

গুপ্ত লোকদিগকে উদ্ধার করিতে খ্রীষ্টও তদ্রূপে রক্তমাংস বিশিষ্ট হইলেন। শয়তান মনুষ্যের আদিমাতা ও পিতাকে পাপেতে প্রবৃত্তি দিয়া মৃত্যুকে জগতে আনিলেন, এই কারণ তাহাকে মৃত্যুশক্তির নিদান বলা যায়। কিন্তু পাপ শক্তির নিদান খণ্ডনদ্বারা খ্রীষ্ট আমাদের শত্রুকে অস্ত্রশস্ত্রহীন করিলেন। তিনি নিজ মরণদ্বারা শয়তানকে পরাজয় করিয়া মৃত্যুর বিষদন্ত ভাঙ্গিলেন, তাহাতে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর বদন স্বর্গীয় দূতের বদনের সমান হইল; অতএব খ্রীষ্টেতে শরণাপন্ন লোকেরা অন্তিমকালে এই দর্প কথা কহিতে পারে, হে মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়? হে পরলোক তোমার জয় কোথায়? আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টদ্বারা যে ঈশ্বর আমাদের জয়যুক্ত করেন, তাঁহারই ধন্যবাদ হউক।

৬। শেষকাল অনন্ত সুখ। যাহারা খ্রীষ্টের মরণরূপ প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করে, তাহাদের আত্মা মরণান্তে স্বর্গে যাইবে। সেখানে দুঃখ, বেদনা, রোগ, মৃত্যু, কখনো হইবে না; বরং সকলে ঈশ্বরের সম্মুখে আছ্লাদে অনন্ত কাল ক্ষেপণ করিবে। মহাবিচারদিনে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাহাদের মৃত শরীরের সকল পরমাণু একত্র করিয়া গাত্রোখান করাইবেন, এবং তাহাদের শরীরকে মর্যাদারূপ তেজোময় বস্ত্রেতে বেষ্টিত করিয়া অক্ষয় স্বভাব দিবেন। অতএব তাহাদের আর ক্ষয় হইবে না, এবং ঐ শরীরেতে আত্মা প্রবেশ করিয়া অনন্ত সুখভোগ করিলে দুঃখের বশীভূত আর কখনো হইবে না। ঐ দিনে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাহাদিগকে

যদিবেন, হে আমার পিতার অনুগৃহ পাত্রেণা, তোমাদের জন্যে জগতের পস্তনাবধি যে রাজ্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও। পরমেশ্বরের মুক্ত লোকেরা ফিরিয়া জয় ২ শব্দ করিতে সিয়োনে উত্তীর্ণ হইবে; এবং তাহাদের মস্তকে নিত্য আনন্দস্বরূপ মুকুট হইবে; তাহারা আনন্দ ও আশ্লাদ পাইবে, এবং শোক ও আন্তঃস্বর দূরে পলায়ন করিবে।

খৃষ্টিরূপ বৃক্ষেতে এমত সুখাদ যে ফল পাওয়া যায়, আইস, তাহা গৃহণ করিতে দিনে ২ প্রার্থনাদ্বারা বিশ্বাস রূপ হস্তবিস্তার করিয়া ঐশ্বর্যাবলম্বন পুঙ্খক ঈশ্বরের সেবাস্তে কাল যাপন করি।

৬ ষষ্ঠ ধ্যান।

যোহন ১২ ; ৩৪-৩৬।

এক জন সেনা বড়শাঘাতে তাঁহার কুক্ষিদেশ বিস্তিলে তৎক্ষণাৎ তাহাহইতে রক্ত এবং জল নির্গত হইল। যে ব্যক্তি ইহার সাক্ষ্য দিতেছে, সে আপনি দেখিয়াছে, ও তাহার এই সাক্ষ্য সত্য; আর তাহার কথা সত্য ও তোমাদের বিশ্বাস জন্মাইবার যোগ্য, তাহা সে জ্ঞাত আছে।

পৃথিবীর মধ্যে সকল ঘটনাইতে প্রভু যীশু খৃষ্টির মরণ ভারি ও আশ্চর্য্য, অতএব তাঁহাতে মনলগ্ন প্রত্যেক বিষয় আমাদের মনোযোগের যোগ্য; কেননা

তাঁহার প্রতি যে সকল ঘটিয়াছে, তাহা আমাদের মঙ্গলের নিমিত্তে হইল। যে অধ্যায়হইতে উপরের লিখিত কথা উঠান যায়, তাহাতে তাঁহার মরণের বিবরণ লেখা আছে। আমি মেঘপালককে পুহার করিব, তাহাতে পালের মেঘ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে, পরমেশ্বরের এই ভবিষ্যৎকথানুসারে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হত হইলেন। সেই সময়ে তাঁহার সকল শিষ্য ভীত হইয়া পলাইল, কিন্তু যোহন তাঁহার জুশীর মৃত্যুর অকথ্য যন্ত্রণার সাক্ষী হইয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার কুক্কিদেশ বিদ্ধ হওনের বিবরণ ও অন্য ২ যন্ত্রণার নির্ণয় এই সকলের লেখক হইল। এবং এই সকলের অভিপ্রায় যেন আমাদের বিশ্বাস হয়। এইরূপে আমরা খ্রীষ্টের জুশীয় মৃত্যুর বিবরণ, আর সেই মৃত্যুর বিষয়ে যোহনের সাক্ষ্য, এবং তাহার কল বিবেচনা করি।

প্রথমে খ্রীষ্টের কুক্কিদেশ বিদ্ধ হওয়াতে আমাদের প্রতি তাঁহার প্রেম প্রকাশ পাইল।

তিনি কেন নির্দয় লোকের দৌরাণ্যেতে ও ঈর্ষ্যাতে আপনাদি খন্য শরীর সমর্পণ করিলেন? আপনাকে ব্রহ্মা করিতে কি তাঁহার শক্তি ছিল না? তাহা নয়, কেননা তাঁহার এক কথাতেই তাবৎ শত্রুদল একেবারে নষ্ট হইতে পারিত, এবং শত্রুর যে বাহু তাঁহাকে বিধিতে বিস্তারিত হইল, তাহা তিনি এক নিমিষে শুষ্ক করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা হইলে ধর্ম্মগ্রন্থ সকল কিসে

পূর্ণ হইত? আরও দেখ, তিনি এ সকল সহিলেন কেন? কেবল আমাদের উপকারের জন্যে। আমরা যেন তাঁহার অন্তঃকরণকে দেখিতে পাই, এই নিমিত্তে তিনি আপনার শরীর বিঁধিতে দিলেন, অতএব আইস দেখি, সেই অন্তঃকরণ পাপি লোকদের প্রতি কত দয়াতে ও প্রেমেতে পরিপূর্ণ! তাহার সীমা নাই। আমাদের জন্যে যেন ইহকালে দয়ার দ্বার ও পরকালে অনন্ত জীবনের রূপাট খোলা যায়, এই নিমিত্তে তাঁহার কোঁক খোলা গেল। অতএব এই বিবরণেতে বুঝা যায়, যে আগে আমাদের প্রতি তাঁহার অন্তঃকরণ প্রেমেতে পুনঃপুনঃ বিদ্ধ ছিল, নতুবা সেনার বড়শাতে কখন বিদ্ধ হইত না। আর তাঁহার প্রেম তাঁহাকে স্বর্গহইতে পৃথিবীতে আনিল, এবং তাঁহাকে বধের স্থানে বহিয়া লইয়া গেল, সেই স্থানে তাঁহার হাত ও পা লৌহের প্রেক্ষার বিদ্ধ হইল। পরে বড়শাদ্বারা তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ হইল, তাহাতে রক্ত ও জল নির্গত হইল।

দ্বিতীয়, তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ হওয়াতে দয়ার উনুই খোলা আছে, ইহা আমরা স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাই।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের প্রতিনিধি হইয়া ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন করিতে ও আমাদের পবিত্র করিতে আইলেন। ক্রুশের উপরে বিদ্ধ তাঁহার কুক্ষিদেশহইতে নির্গত রক্ত ও জল এই দুয়েতে বুঝা যায়, যে রক্তেতে তাঁহার প্রাণত্যাগ পূর্ষক প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইল, এবং জলেতে পবিত্র আত্মাকর্তৃক আমাদের অন্তঃকরণ প্রক্ষা-

লন হয়। এই জন্যে ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার বিষয়ে এই কথা লেখা আছে, যে তিনি জল ও রক্তের সহিত আইলেন; জল পবিত্র করিবার জন্যে, রক্ত প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ করিবার জন্যে ছিল। পরমবুদ্ধের স্থির আজ্ঞা এই, যে রক্তপাত ব্যতিরেকে পাপক্ষমা হয় না; অতএব পাপ দূর করিতে বৃষ ও ছাগলের রক্তে অসাধ্য হইলে আপনি মানব দেহ ধারণ করিয়া বলিরূপে আপনার নিষ্কাশন শরীর উৎসর্গ করিতে পাপকে দূর করিলেন। অপর 'সেই দিনেতে পাপ ও অপবিত্রতার নাশের জন্যে এক উনুই খোলা যাইবে,' এই যে ভবিষ্যদ্বাণী ঈশ্বর পূর্বে বলিয়াছিলেন, যখন তাঁহার পাঁজরা বিদ্ধ হইল, তখন তাহা সিদ্ধ হইল; কেননা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্ত আমাদিগকে সকল পাপহইতে পরিস্কার করে। অতএব যাহারা স্বর্গে যায়, তাহাদের সকলের এই বহুমূল্য রক্তের উনুইতে ধৌত হওনের আবশ্যক আছে। ধর্মশাস্ত্রের গুহুকর্তা যোহন ঈশ্বরের অনুগৃহেতে স্বর্গীয় ঐশ্বর্যের দর্শন পাইয়া ঠক্ক বস্ত্র পরিহিত ও তালপত্র হস্তে সিংহাসনের নিকটে দণ্ডায়মান পরিভ্রাণ প্রাপ্ত লোকসমূহকে দেখিয়া যখন ত্রিভাঙ্গা করিল, ইহারা কে? ও কোথাহইতে আসিয়াছে? তখন স্বর্গনিবাসি এক জন উত্তর দিল, ইহারা মহাক্লেশহইতে উদ্ধার হইয়া মেঘশাবকের রক্তে আপন ২ বস্ত্র ধৌত করণ পূর্বক ঠক্কবর্ণ করিয়া আসিয়াছে; এই জন্যে ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে থাকিয়া দিবারাত্রি তাঁহার মন্দিরে তাঁহার সেবা

করে; এবং আমনোপবিত্ত ব্যক্তি ইহাদের মধ্যে বাস করেন*।

আরও দেখা, খ্রীষ্টের কুস্ফিদেশহইতে নির্গত জল অমৃত জলরূপে পবিত্র আত্মাকে বুঝায়; কেননা সামান্য জল যেমন শরীরকে পরিষ্কার ও শীতল করে, সেই মত পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টের সেবকদিগকে অন্তঃকরণের পবিত্রতা ও অনন্ত সান্ত্বনা দেন। এই কারণে খ্রীষ্ট যখন ডুমগুলে ছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন, যে কেহ আমাতে বিশ্বাস করে, সে কখন সামসারিক মুখের জন্যে তৃষ্ণিত হইবে না, কারণ আমি যে জল তাহাকে দিব, সেই জল তাহার অন্তরে উনুইস্বরূপ হইয়া অনন্ত পরমায়ু পর্য্যন্ত উথলিয়া উঠিবে, এই কথা তিনি পবিত্র আত্মার বিষয়ে কহিলেন।

সপ্তম ধ্যান।

স্বামীয় ৮; ৩৪।

আমাদের দণ্ড পুদানের আজাই কে দিবে? যিনি আমাদের জন্যে প্রাণত্যাগ করিলেন তাহা কেবল নয়, কিন্তু কবরহইতে উত্থান করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়া অদ্যাপি আমাদের জন্যে সাধনা করেন, কি সেই খ্রীষ্ট দিবেম?

এই কথার মধ্যে খ্রীষ্টীয়ান লোকের পরম মঙ্গল দেখা যায়। যিনি আমাদের কারণে রক্তপাত করিয়া জুশের উপরে আপনার প্রাণত্যাগ করিলেন, তিনি এই

* পুকাশ ৭; ১৪।

ক্ষণে ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিয়া আমাদের উকিলতা করি-
 তেছেন। তবে দেখ, তিনি যদি ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিয়া
 আছেন, তবে বোধ হয় যে তিনি আপন সুখ ও মর্য্যা-
 দা ভোগ করিবার নিমিত্তে সেখানে আছেন। কিন্তু
 তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়া অদ্যাপি আমাদের
 নিমিত্তে সাধনা করিতেছেন, এই শাস্ত্রীয় বচনদ্বারা
 আমাদের প্রতি তাঁহার বড় অনুগ্রহ আছে, তাহা জানা
 যায়। তিনি অত্যন্ত উচ্চ পদস্থ হইলেও পৃথিবীস্থ আ-
 পনার পিয় পাত্রদিগকে ভুলেন না, বরং ঈশ্বরের
 কাছে তাহাদের মধ্যস্থ হইয়াছেন। যেমন পূর্বেকালে
 বিহুদীয় লোকেরা বলিদানের রক্ত লইয়া যজ্ঞবেদির
 চতুর্দিকে ছিটাইত, তেমনি তিনিও ছাগলের রক্ত না
 ছিটাইয়া আপনার রক্তপাত করিয়া স্বর্গে যাইয়া তাহার
 গুণ প্রকাশ করিতেছেন। দেখ, আমাদের প্রধান যাজক
 প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের কারণ পিতার নিকটে আপ-
 নার রক্তের কি গুণ তাহা নিবেদন করিতেছেন। তিনি
 যে সকল আশীর্বাদ রূপ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন,
 সেই সকলেতে যেন আপনার পিয় পাত্রদের অধিকার
 হয়, এই নিমিত্তে পিতার কাছে এইরূপে কাকুতি বিনতি
 করিতেছেন, হে পিতঃ, জগতের সকল পাপ ও বিপদ-
 হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া শেষে স্বনিকটে আন।
 তিনি যখন এই পৃথিবীতে ছিলেন, তখন এই নিবেদন
 করিলেন, হে পিতঃ, জগৎপত্তনের পূর্বে আমাকে স্নেহ
 করিয়া যে মহিমা দিয়াছ, আমার সেই মহিমা যেন

তাহারা দেখিতে পায়, এই জন্যে যে সকল লোক আমাকে দিয়াছ, আমি যে স্থানে থাকি, তাহারাও যেন আমার সহিত সেই স্থানে থাকে, এই আমার বাঞ্ছা * । এবং তিনি অবশ্য এক্ষণেও স্বর্গেতে থাকিয়া এই নিবেদন করিতেছেন। অধিকন্তু শয়তান ও দুষ্ক লোকেরা তাঁহার অনুগৃহ পাত্রদিগকে যে সকল অপবাদ দেয়, তাহার উত্তর দিতে তিনি স্বর্গে নিযুক্ত আছেন; অতএব তিনি তাহাদের পরিবাদ ঘূচাইতে পারেন।

তবে হে প্রিয় বন্ধুরা, খ্রীষ্টের উত্তরসাধকতা কেমন শাস্তিদায়ক! দেখ, পাপের জন্যে যে সকল নেত্রজল তোমাদের নেত্রহইতে বাহির হয়, তাহা তিনি আপন শিষির মধ্যে রাখেন; তোমাদের ক্লেশ ও দুঃখ ইত্যাদি তিনি স্মরণে রাখেন। তবে আইস, আমরা সেই দয়ালু ত্রাণকর্তার অসংখ্য করুণার বিষয় বিবেচনা করি। যদি তিনি আমাদের বিচারেতে মনোযোগ না করিতেন, তবে আমাদের পরাজয় হইত। তাহাতে আমাদের কি পর্য্যন্ত ভয়ানক দুর্দশা হইত! কিন্তু ধন্য তাঁহার নাম; তিনি আমাদের নিত্য স্মরণ করিতেছেন, এবং অবশেষে আমাদের সকল শত্রুর উপরে জয়ী করিতে প্রস্তুত আছেন। অতএব আইস, আমরা তাঁহার প্রতিপালনেতে ও কর্তৃত্বে আপনাদিগকে সমর্পিত করি, তাহাতে তিনি শাস্ত্রীয় প্রতিজ্ঞানুসারে আপন উপদেশদ্বারা আমাদের লইয়া গিয়া

শেষে বৈভবে গৃহণ করিবেন। হে ধন্য যীশু, এই মত
হউক, আমেন।

অষ্টম ধ্যান ।

পেত্রিসদের ক্রিয়া ৫ ; ৩১।

ঈশ্বর তাঁহাকে উত্তীর্ণ করিয়া ইস্রায়েলের বংশদিগের
মনঃপরিবর্তন ও পাপক্ষমা করিতে রাজা ও পরিত্রাণকর্তা
করিয়া আপন দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহার উন্নতি করিয়াছেন।

আমাদের ত্রাণকর্তার দণ্ডভোগের দশাহইতে তাঁহার
স্বর্গে উন্নতি কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য! দেখ, তিনি যে দুঃখ
ভোগ করিলেন, তাহাই তাঁহার গৌরবের মূল হইয়াছে;
তাঁহার ক্রুশীয় মৃত্যু লজ্জাকর ছিল বটে, কিন্তু তিনি
তাহাধারা সেই লজ্জাহইতে অধিক মর্যাদাকর জয়যুক্ত
এক মুকুট পাইলেন। তিনি ক্রুশেতে দুর্দল হইয়া
হত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই রূপে তাঁহার স্থানে
ত্রিভুবনের শাসনপদ গচ্ছিত হইয়াছে। দেখ, ঘুঘা
মারাতে ও থুথু দেওয়াতে তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল; লোক
লাঙ্গলের ন্যায় কোড়ার দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠে লম্বা চাম
চসিল; কাঁটাতে তাঁহার মস্তক বিঁধা গেল, কিন্তু এই
রূপে তিনি ধর্ম্মস্বরূপ তেজেতে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায়
প্রকাশমান আছেন। সৈন্যেরা তাঁহাকে পরিহাস
করিয়া ক্রুশেতে প্রেক্ষারা বিদ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু
সৎপ্রতি স্বর্গনিবাসি সকলে তাঁহার নাম শুনিয়া তাঁহাকে
সর্ব্বপ্রধান ঈশ্বর এবং সচ্চিদানন্দ জানিয়া তাঁহাকে

অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। পূর্নসময়ে তিনি পাপের জন্যে ক্রুশের উপরে মস্তক নোঁয়াইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন, কিন্তু এখন তিনি স্বয়ং জীবী হইয়া আছেন। তিনি আর কাঁটাতে বিদ্ধ হইবেন না, এবং লজ্জায়ুক্ত হইবেন না, আর তাঁহাকে স্বর্গের ও মর্ত্যের রাজা জানিয়া তাঁহার সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া কেহ পরিহাস করিতে পারিবে না। তিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্যে এই সকল দুঃখ ও লজ্জা অম্লান বদনে সহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সেই সকল দুঃখের স্থানে সৎপ্রতি অনন্ত সুখ হইয়াছে, এবং ত্রিভুবনের রাজদণ্ড তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, এবং যাবৎ সকল শত্রুকে আপন পদতলে দগিত না করিবেন তাবৎ তাঁহাকে রাজত্ব করিতে হইবে*।

খ্রীষ্টের প্রত্যেক প্রকৃত শিষ্য পূর্ন লিখিত বচন বিবেচনা করিয়া ইহা বলুক, যে অহো, আমার আহ্লাদ করিবার কত বড় কারণ! দেখ দেখি, আমার পুত্র এত পর্য্যন্ত মর্যাদা এবং এত উচ্চপদ আছে। তিনি যদি আমার স্বপক্ষ হন, তবে আমার বিপক্ষ কে? এবং তিনি যদি আমার বিচারের ভার লয়েন, তবে কে আমার অপকার করিতে পারে? নরকের সকল ভূত এবং পৃথিবীর সকল শত্রু কে, যে আমি তাহাদিগকে ভয় করি? হে আমার আত্মা, পুত্রুতে এবং তাঁহার পরাক্রমেতে বলবান্ হও, কেননা পুত্রু সকল শত্রুর উপরে জয়ী হওনার্থে আমাদিগকে অধিক প্রবল করিবেন।

তিনি আমাদেরকে কখন ছাড়িয়া যাইবেন না, কিন্তু তিনি আমাদের পৃথিবীর সকল ক্লেশ ও দুঃখ হইতে আকর্ষণ করিয়া অনন্তকাল স্থায়ি ও অপরিমিত সুখেতে সমর্পিত করিবেন। অতএব তাঁহার নাম ধন্য হউক, এবং স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সকলে তাঁহার ভজনা করুক।

নবম ধ্যান ।

পুকাশিত, ২২ : ২০।

“ প্রভু যীশু, আইস; প্রভু যীশু, শাস্ত্র আইস, । ”

সাধু লোকদের প্রতি এই জগৎ কেমন ক্লেশদায়ক! দেখ, পাপ ও দুঃখ তাহাদিগকে পুনঃ২ বেঁচন করে; কিন্তু পরমেশ্বর আপনার মিষ্ট বাক্যদ্বারা তাহাদিগকে স্নিগ্ধ করেন। পরন্তু এই জগৎ সামান্য রূপে তাহাদের খেদজনক, কেননা বিস্তর পাপির সহিত তাহাদের বাস, তাহাতে বিস্তর খেদজনক দর্শন ও শুবণ হয়। কিন্তু ধন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যে তিনি তাহাদের জন্যে অত্যন্ত সুখদায়ক ও অনন্ত কালস্থায়ি স্থান প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং সেই স্থান তাহাদের সকলকে দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তন্নিমিত্তে তাহারা দায়ীদের মত কহে, আহা যদি ঘুঘুর ন্যায় আমার পাখা হইত, তবে উড়িয়া গিয়া বসতি করিতাম। আর সেই স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে, ও অবশেষে তাহা ভোগ করিবার নিমিত্তে অনবরত যত্ন করিতে, এই মত প্রবৃত্তি তাহাদিগকে ঈশ্বর দেন। অপর তাহারা পাপের ভার ও বল জানিয়া

বলে, আমাদের যদি পক্ষ থাকিত, তবে আমরা পুচণ্ড বাতাস ও ঝড়হইতে শীঘ্র করিয়া পলাইতাম, অর্থাৎ এই ক্লেশদায়ক জগৎহইতে উড়িয়া প্রিয় ত্রাণকর্তার ক্রোড়ে যাইতাম। অতএব তাহারা এমতও কহে, হে ঈশ্বর, আমাদের পিপাসিত আত্মা সাংসারিক বিষয়াদি ত্যাগ করিয়া তোমার ধর্মময় পাখার নীচে যেখানে অনন্ত সুখ পাওয়া যায়, সেই খানে যাইতে যেমন ইচ্ছা করে, তেমন কোন পথিক পুচণ্ড রৌদ্র পুয়ুক্ত আশুয়ের নিমিত্তে যত্ববান হয় না। এই রূপে খ্রীষ্টের আশ্রিত যে লোক সে অন্তঃকরণে পুনঃ বল, যে হে প্রিয় প্রভো, আমার ক্লিষ্ট আত্মা তোমার ক্রোড়ে কবে বিশ্রাম পাইবে? হে ত্রাণকর্তা, তোমার শক্তিরূপ গড়ের মধ্যে আমাকে লুক্কায়িত কর। পাপের প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধার্থ তোমার অমূল্য প্রাণ দেওয়াতে আমার আত্মা সংরক্ষিত হউক। পুত্যয় রূপ পাখা আমাকে দেও, যেন তোমার ব্যবস্থা লঙ্ঘনের পুচণ্ড দণ্ডহইতে তোমার এই ধন্য উপায়ের আশুয়ে পলাইতে পারি; এবং যখন মৃত্তিকার গৃহস্বরূপ আমার এই শরীর ভগ্ন হইয়া ধূলাতে মিশ্রিত হইবে, তখন আমার দেহহীন আত্মা যে অনন্ত সুখেতে তুমি বাস কর, সেখানে প্রেমরূপ পাখাতে উড়িয়া যাইবে, এবং তোমার ধন্য ছায়াতে বসিয়া একেবারে সকল প্রকার পাপ ও দুঃখকে অশেষ রূপে, বিদায় দিবে। ওহে দয়ালু প্রভো, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আমাকে প্রস্তুত কর, এবং আমার অপবিত্র বস্ত্র খসাইয়া তোমার

নিষ্কলঙ্ক ও যাতার্থিক বস্ত্রেতে আমাকে শোভান্বিত কর, এবং তৎকালে তোমার আগমন যেন শীঘ্র হয়। আমার আত্মার পুতি তোমার কণ্ঠা মিষ্ট, তোমার নাম মিষ্ট, তোমার মণ্ডলীর নিয়ম সকল মিষ্ট; কিন্তু যখন তুমি স্বর্গহইতে নামিয়া আপনার অনন্ত সুখে আমাকে পুবিষ্ট করাইবা, তখন আরও অধিক মিষ্ট ফল পাওয়া যাইবে, কেননা সেখানে তুমি বাস করিতেছ। এই ভবিষ্যৎ সুখের প্রত্যাশাতে আমার আত্মা উচ্চৈঃস্বর করিয়া বলে, হে আমার পুিয় জ্ঞানকর্তা, তোমার রথের চক্র কেন এত বিলম্ব করে? আইস, পুডু যীশু; শীঘ্র আইস, পুডু; তোমার ধর্মময় পদ্বতে আমাকে আরোহণ করাও।

